হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮ | অষ্টম বর্ষ | ত্রয়োবিংশ সংখ্যা

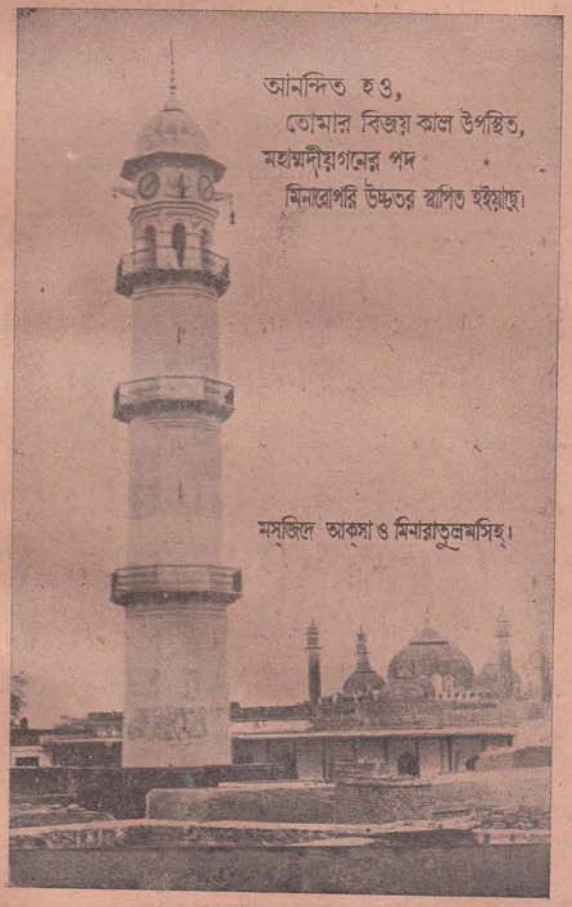

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে, সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ | প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধসূচী

১। দোয়া ... ... ৫৩১ পৃঃ
২। অমৃত বাণী ... ... ৫৩২ ,,
৩। জেকোশ্লাভেকিয়ায় ব্যাপারে ইউরোপীয় মহাসমরাশঙ্কা কোরানকরীমের নির্দ্দেশিত নীতি অনুসরণের ফলে বর্জ্জিত হইয়াছে ... ... ৫৩৩—৩৯ ,,
৪। যুবকদিগের প্রতি ... ... ৫৪০—৪৮ ,,
৫। মহানবী হজরত মোহাম্মদ ... ৫৪৯—৫০ ,,
৬। জগৎ-আমাদের ... ... ৫৫১—৫২ ,,

খেলাফত জুবিলী

এতদ্বারা বন্ধুগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা খেলাফত জুবিলী ফাণ্ডে তাঁহাদের প্রতিশ্রুত চাঁদা সত্বর প্রেরণ করিতে যত্নবান হইবেন। উক্ত চাঁদা এক সঙ্গে পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন, অন্যথায় আগামী ১৯৩৯ ইং সনের মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত যেন ক্রমান্বয়ে তাহা সম্পূর্ণ আদায় করিতে পারেন, সে বিষয়ে যত্নবান থাকিবেন। যাঁহারা ইহা আদায়ের তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন যেন সেই নির্দ্দিষ্ট তারিখ মতে তাঁহাদের জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা আদায় হইয়া যায়। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে তৌফিক দিন—আমীন!

জেনারেল সেক্রেটারী
বঃ প্রাঃ অঃ, আঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এতদ্বারা 'আহমদী'র গ্রাহক গ্রাহিকাগণের খেদমতে নিবেদন করা যাইতেছে যে, তাঁহাদের ১৯৩৮ সনের চাঁদার মেয়াদ ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে শেষ হইয়াছে। অতএব অনুরোধ এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের ১৯৩৯ সনের দেয় চাঁদা মং ৩৲ টাকা আগামী জানুয়ারী মাস মধ্যে অত্র আফিসে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। আশা করি সকল বন্ধুগণই নিজ নিজ চাঁদা অতি সত্বর প্রেরণ করিতে যত্নবান হইবেন এবং 'ভি, পি' এর জন্য অপেক্ষা করিবেন না।

ম্যানেজার আহমদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

অষ্টম বর্ষ | ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮ | ত্রয়োবিংশ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

[হজরত রসুল করীমের (সাঃ) হাদীস হইতে *]

اللهم اغفرلى ذنبى كله دقه وجله و اوله واخره وعلانيته وسره * اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك —

বঙ্গানুবাদ—

"হে আল্লাহ্‌! তুমি আমার গোনাহ্‌ ক্ষমা করিয়া দাও—আমার সমস্ত দোষত্রুটি ক্ষমা করিয়া দাও, ছোটই হউক আর বড়ই হউক, পূর্ব্বকারই হউক আর পরকারই হউক, প্রকাশিতই হউক আর অপ্রকাশিতই হউক।

হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার অসন্তোষ হইতে তোমার সন্তোষের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার শাস্তি হইতে তোমার ক্ষমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি এবং তোমার আজাব হইতে তোমার অনুগ্রহের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

তোমার যথোচিত প্রশংসা করিবার আমাদের ক্ষমতা নাই, তুমি নিজে নিজের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছ, তুমি তদ্রূপই।"

* এই দোয়া হজরত রসুল করীম (সাঃ) নামাজে সেজ্‌দায় পাঠ করিতেন—সঃ আঃ।

অমৃত বাণী

[হজরত মসিহ মাউদ (আঃ)]

দোয়া অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর অস্ত্র আর নাই

দুরভিসন্ধিপূর্ণ দুশমনগণ কেবল শত্রুতা বশতঃ আমার প্রত্যেক কথা ও কার্য্যে 'এতেরাজ' (আপত্তি) উত্থাপন করিয়া থাকে। কারণ তাহাদের হৃদয় কলুষিত। যাহাদের হৃদয় কলুষিত থাকে তাহাদের চতুর্দ্দিকে কেবল অন্ধকারই দৃষ্টিগোচর হয়। ঈদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমার সম্বন্ধে বলিয়া থাকে, "তিনি নিজ যায়গায় বসিয়া থাকেন, কোন কাজ করেন না।" কিন্তু তাহারা একথা ভাবে না যে, মসিহ্ মাউদ (আঃ) সম্বন্ধে কুত্রাপি একথা লিখিত নাই যে, তিনি তরবারী ধারণ করিবেন, কিম্বা একথাও লিখিত নাই যে, তিনি যুদ্ধ করিবেন। বরং ইহাই লিপিবদ্ধ আছে যে, **তাঁহার প্রশ্বাসে কাফের নিহত হইবে—অর্থাৎ, তিনি নিজ দোয়ার সাহায্যে সমস্ত কার্য্য করিবেন।**

যদি আমি বুঝিতে পারিতাম যে, আমার বহির্গমনে ও সহরে পরিভ্রমণে কিছু উপকার হইবে তবে আমি এক সেকেণ্ডও এখানে বসিতাম না। কিন্তু আমি জানি যে, ঘুরাফিরায় কেবল পদ-ঘর্ষণ ছাড়া আর কোন উপকার হয় না, এবং আমরা যে সকল উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাই তাহা কেবল দোয়ার সাহায্যেই সাধিত হইতে পারে। **দোয়ায় মহা শক্তি নিহিত আছে।** কথিত আছে, একদা এক বাদশাহ এক দেশ আক্রমণ করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে এক ফকীর তাঁহার অশ্বের কেশর ধরিয়া বলিলেন, 'আর অগ্রসর হইও না; আর অগ্রসর হইলে আমি তোমার সঙ্গে লড়াই করিব"। বাদশাহ্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তুমি এক নিঃস্ব ফকীর হইয়া কেমন করিয়া আমার সহিত লড়াই করিবে?" ফকীর উত্তর করিলেন, "**আমি প্রাতঃকালীন দোয়ার অস্ত্র দ্বারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব**"। তখন বাদশাহ্ বলিলেন, "আমি ইহার সম্মুখীন হইতে পারি না"; এবং এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন।

বস্তুতঃ দোয়ায় আল্লাহ্‌তালা মহা শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন। **খোদাতা'লা আমাকে বারংবার 'এলহাম' দ্বারা বলিয়াছেন যে, যাহা কিছু সাধিত হইবে দোয়া দ্বারাই সাধিত হইবে।** আমাদের অস্ত্র একমাত্র দোয়াই। এতদ্ব্যতীত আমাদের নিকট আর কোন অস্ত্র নাই। যাহা কিছু আমরা সংগোপনে প্রার্থনা করি খোদা'তালা তাহা সংঘটিত করিয়া দেখাইয়া দেন। অতীতের নবীগণের যুগে কোন কোন বিরুদ্ধাচারীকে নবিগণের দ্বারাও শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু খোদাতা'লা জ্ঞাত আছেন যে, আমি দুর্ব্বল এবং শক্তিহীন। এই জন্য তিনি আমার সমুদয় কাজ নিজ হাতে নিয়া গিয়াছেন। ইসলামের জন্য এখন এই একমাত্র পথ উন্মুক্ত আছে যাহা কোন নিরস মোল্লা বা নিরস ফিলোসোফার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। আমাদের জন্য যদি লড়াইয়ের পথ উন্মুক্ত থাকিত তবে লড়াইয়ের সকল জরুরী বস্তুও সরবরাহ হইত।

আমাদের দোয়া যখন এক নির্দ্দিষ্ট সীমায় যাইয়া পৌছিবে, তখন মিথ্যাবাদী স্বয়ং ধ্বংস হইয়া যাইবে। অজ্ঞ আঁধার-চিত্ত লোকগণ বলিয়া থাকে, "ইহাদের শোয়া ও খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজই নাই"। কিন্তু আমার মতানুসারে দোয়া অপেক্ষা অধিকতর তীক্ষ্ণ অস্ত্রই নাই। খোদাতা'লা এখন ধর্ম্মকে কোন্ পথে উন্নীত করিতে চান ইহা যিনি বুঝিতে পারেন তিনিই সৌভাগ্যশালী।—('বদর', ২১শে জুন, ১৯০৬)

জেকোশ্লাভেকিয়ার ব্যাপারে ইয়ুরোপীয় মহা-সমরাশঙ্কা কোরান করীমের নির্দ্দেশিত নীতি অনুসরণের ফলে বর্জ্জিত হইয়াছে

চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে হজরত আমীরুল্‌-মোমেনীন খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌-সানী (আইয়েদাহুল্লাহুতা'লা) এই নীতি ঐশী সাহায্যে বর্ণনা করেন—

[হজরত আমীরুল্‌-মোমেনীন্‌ খলিফা-তুল মসিহ্‌-সানী (আইঃ) কর্ত্তৃক প্রদত্ত ৩০শা সেপ্টেম্বর তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম]

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার

সুরাহ্‌ ফাতেহা তেলাওতের পর বলেন :—

আমাদের জমাত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়। জমাত হিসাবে রাজনীতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে রাজনীতি 'আখ্‌লাক' বা নৈতিকতার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। তদ্বারা তাহা ধর্ম্মেরও অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে।

বেতার বার্ত্তা দ্বারা অদ্য সকালে জানা গিয়াছে যে, ইয়ুরোপে যে সমরাণল প্রজ্জলিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন তাহা দূরে রাখিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

বাহ্যতঃ ইহা একটি রাজনৈতিক বিষয় মাত্র। কিন্তু আমি এখনই প্রদর্শন করিব যে, ইহাতে **ইস্‌লামের মহা-বিজয়** হইয়াছে।

মীমাংসার সর্ত্ত এই যে, ১লা অক্টোবর জেকোশ্লাভেকিয়ার জার্ম্মাণ এলাকা জার্ম্মাণীর হস্তে সমর্পিত হইবে, যেন তাহার চেলেঞ্জ পূর্ণ হয় এবং অবশিষ্টাংশ ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে প্রদত্ত হইবে। জর্ম্মাণী যাহা চায়, তদপেক্ষা এই এলাকাটি কিয়ৎ ক্ষুদ্র। বিরোধীয় এলাকা কিম্বা অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়, অর্থাৎ যুদ্ধ ও অর্থ নৈতিক বিষয়াদি—যেমন, যে সকল জেক এই এলাকা হইতে অন্যত্র যাইবে, বা যে সকল জার্ম্মাণ অন্যাঞ্চল হইতে এই এলাকায় আসিবে তাহাদের সম্পত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে মীমাংসা একটি কমিশন দ্বারা নির্ণীত হইবে। এই কমিশনে বৃটিশ, ফ্রান্স, ইটালী ও জেকোশ্লাভেকিয়ার এক এক জন সদস্য থাকিবেন। তাঁহারা চেষ্টা করিবেন যেন, অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত এ সকল যাবতীয় বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যায়। ২৫শা নবেম্বর পর্য্যন্ত যাবতীয় বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে।

প্রশ্নটি ছিল বর্ত্তমানে তথাকথিত বিশ্বের স্বত্বাধিকারী ইয়ুরোপের যুদ্ধ সম্বন্ধে। শুধু যুদ্ধের প্রতি লক্ষ্য করিলে এশিয়ার ইহাতে মনযোগ দেওয়ার কিছু নাই।

জাতি হিসাবে এশিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার শক্তি হারাইয়াছে। এশিয়ার সর্ব্ববৃহৎ দেশ চীন। ইহা এখন ফুটবল গ্রাওণ্ডে পরিণত। অপর বৃহৎ দেশ ভারতবর্ষ এখন ইয়ুরোপীয় একটি বড় জাতির অধীন। অন্য কথায়, এশিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী হয় ত শক্তিহীন কিম্বা পরাধীন।

এশিয়ার এখন কোন শক্তি থাকিলে তাহা জাপান। তদ্ব্যতীত, ইরান, আফ্‌গানিস্তান ও তুর্কি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলি আছে। ইহারা স্ব স্ব প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলেই বেশী। সাইবেরীয়া রাশিয়ার অধীন। অন্য কথায়, এশিয়াস্থ ভূভাগের $\frac{5}{6}$ অংশ পরাধীন, কিম্বা স্বাধীন থাকিলেও নামে মাত্র স্বাধীন।

চীন যদিও স্বাধীন, ইহার স্বাধীনতা বিড়াল কর্ত্তৃক প্রদত্ত ইঁদুরের স্বাধীনতার ন্যায়। বিড়াল উহাকে ধরিবার পর ছাড়ে। সে পলায়ন করিতে চাহিলে আবার থাবা দেয়। চীন বাহ্যতঃ স্বাধীন। কিন্তু বিভিন্ন জাতি সমূহের চুক্তি অনুসারে উহা কতিপয় দেশের দাস বটে। এ হিসাবে ইহার অবস্থা ভারতবর্ষ অপেক্ষাও শোচনীয়। ভারতবর্ষে তবু একটি সুশৃঙ্খল শাসনতন্ত্র বিরাজমান। সেখানে ইহাপেক্ষাও খারাপ অবস্থা। এখন, যাহাহউক, জাপান ইহাকে আক্রমন করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেও সে স্বাধীন শক্তি ছিল না।

সুতরাং, এসব ব্যাপারে এশিয়া নির্লিপ্ত বটে।

ইহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া নাস্তিকতা ভাবাপন্ন ব্যক্তি বিশেষ কোন বৈঠকে এ প্রসঙ্গে বলিয়াছিল যে, ইয়ুরোপ হইতেই খোদাতা'লা অবসর লাভ করেন না, এশিয়ার প্রতি কিরূপে

তিনি ধ্যান করিতে পারেন? সে ভাবিতে পারে নাই যে, অবশ্য ইয়ুরোপ হইতে আল্লাহ্‌তা'লা অবসর লাভ করেন না, কিন্তু ইহার কারণ ইয়ুরোপ জাগতিক হিসাবে তাঁহার বিধান পালন করে, এশিয়া করে না। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন যে, তাঁহার বিধান যাহারা মান্য করে না তাহারা তাঁহাকে ভুলিয়াছে। এজন্য তিনিও তাহাদিগকে ভুলিয়াছেন। শুধু ধর্ম্মের দিক দিয়াই খোদাকে ভুলা হয় না, **পার্থিব দিক** দিয়াও হয়। পার্থিব দিক দিয়া যাহারা খোদাতা'লাকে ভুলে না তাহারা পার্থিব হিসাবে কৃতকার্য্য হয়।

দৃষ্টান্তস্থলে, খোদাতা'লা নিয়ম রাখিয়াছেন যে, খাদ্য খাইলে উদর পুর্ত্তি হয় এবং না খাইলে হয় না। ইহাই খোদাতা'লার বিধান। এখন যদি কোন ব্যক্তি বহু নামাজ পড়ে, রোজা রাখে জাকাত দেয়, হজ করে, কিন্তু আহার্য্য ভক্ষণ না করিয়া বলে যে, খোদাতা'লা তাহার প্রতি লক্ষ্য করেন না এবং তাহার ক্ষুধা নিবারণ করেন না, কিম্বা যদি কেহ পড়িতে না যাইয়াই বলে যে, অমুক মেট্রিক, বা বি-এ, এম-এ পাশ করিয়াছে সে কিছুই পারে নাই—তবে আমরা তাহাকে বলিব যে, সে নির্ব্বোধ নামাজী, নির্ব্বোধ রোজাদার, নির্ব্বোধ হাজী, নির্ব্বোধ দাতা। কারণ সে তৎপ্রতি কোন লক্ষ্যই করে নাই।

আল্লাহ্‌তা'লা জাগতিক উন্নতির জন্য যে সকল উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, এশিয়া তাহা ভুলিয়াছে। সে জন্য আল্লাহ্‌তা'লাও তাহাকে ভুলিয়াছেন। ইহার বিপরীত ইয়ুরোপ খোদাতা'লার কানুনের প্রতি মনোনিবেশ করায় খোদাতা'লাও তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুরোপ ধর্ম্মের ব্যাপারে খোদাতা'লাকে ভুলিয়াছে। খোদাতা'লাও এ বিষয়ে তাহাকে ভুলিয়াছেন।

যাহাহউক, এশিয়া এখন রাজনৈতিক দিক দিয়া ঐশী বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার দৃষ্টিতে নীচে পড়িয়াছে এবং ইয়ুরোপ খোদাতা'লার পার্থিব বিধান সমূহ পালনক্রমে পার্থিব হিসাবে সন্তুষ্টি অর্জ্জন করিয়াছে। এই নিমিত্ত তাহার 'শান-শাওকত' প্রভাব প্রতিপত্তির তুলনায় এশিয়ার কোন স্থান নাই।

জেকোশ্লাভেকিয়া একটি ক্ষুদ্র দেশ। ইহা চীনের একটি প্রদেশের সমানও নহে। কিন্তু ইহা ইয়ুরোপে অবস্থিত বলিয়া ইয়ুরোপীয় রাষ্ট্র সমূহের রক্ত গরম হইয়াছে। তাহারা ঘোষণা করিয়াছে যে, ইহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিলে যুদ্ধ বাঁধিবে। একদিকে জেকোশ্লাভেকিয়ার সাহায্যার্থ রাশিয়া ও ফ্রান্স ঘোষণা করিয়াছে। অন্যদিকে ইটালী জার্ম্মাণীর সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। ইংরাজ আপোষ মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছে যে, ফ্রান্স যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলে ইংরাজ অবশ্যই বন্ধুর সাহায্য করিবে। ইংরাজ ফ্রান্সকে ছাড়িতে পারে না।

এই ব্যাপারে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, বিশেষতঃ প্রধান মন্ত্রী যে চেষ্টা করিয়াছেন, তৎ-সম্বন্ধে সাধারণতঃ ইহাই মনে করা হয় যে, তিনি দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, তিনি কোন দুর্ব্বলতা বা কাপুরুষতা প্রদর্শন করেন নাই।

কখনো অস্বীকার করা যায় না যে, জেকোশ্লাভেকিয়া রাষ্ট্র গঠন ব্যাপারে ইংরাজের হাত ছিল না। জেক্ বড়ই দুর্দ্দান্ত যুদ্ধ-প্রিয় জাতি। এক সময়ে তাহারা মধ্য-ইয়ুরোপে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল এবং কয়েক শত বর্ষ ব্যাপী তাহারা রাজত্ব করে। পরিশেষে অষ্ট্রীয়া তাহাদিগকে জয় করে। ক্রমে ক্রমে ইহার কতক অষ্ট্রীয়া, কতক জার্ম্মাণী ও কতক হাঙ্গেরী দখল করিয়া বসে।

এইরূপে, ইহারা সহস্র বর্ষ ব্যাপী দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহারা শিক্ষায় মনোনিবেশ করে। শিক্ষার ফলে তাহাদের মধ্যে জাগরণ আসে। তৎ-কারণ তাহারা স্বীয় অধিকার দাবী করিতে থাকে এবং চেষ্টা আরম্ভ করে। এইরূপে এক শত বর্ষ ব্যাপী তাহারা চেষ্টা উদ্যোগ করিতে থাকে।

ইতিমধ্যে সৌভাগ্যক্রমে মহাসমর আরম্ভ হয়। তখন ডাঃ বেজ ও কতিপয় অন্যান্য নেতা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাহারা আরো উৎসাহ সহকারে প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। ফলে, সন্ধিকালে ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সাহায্যে জেকোশ্লাভেকিয়া একটি স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে গঠিত হয়।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন যুদ্ধাদি শেষ করিবার জন্য একটি নীতি স্থাপন করেন যে কোন জাতির অন্য জাতিকে শাসন করিবার কোন অধিকার থাকিবে না। প্রত্যেক জাতিকেই তাহার এলাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু সন্ধিকালে কার্য্যতঃ এই নীতি পালন করা হয় নাই।

ফ্রান্স ও বৃটিশ আফ্রিকার সমগ্র ভূভাগ পরস্পর বিভাগ করিয়া নেয়। ইহার অর্থ, সেই মহাদেশবাসী মানুষই নয়। তারপর কোন কোন দেশের তাঁহারা অভিবাবক সাজিলেন। সেই দেশগুলি যেন 'এতীম' হইয়া পড়িয়াছিল। এরাকের মুরব্বী

সাজিলেন ইংরাজ এবং সিরিয়ার হইলেন ফ্রান্স। এই দেশ যেন এতীম ছিল এবং ইহাদের তত্ত্বাবধানার্থ কোন না কোন 'মুরব্বীর' আবশ্যক ছিল। ফেলেস্তিনবাশীও এতীম ছিল। তাহাদেরও মুরব্বীর প্রয়োজন ছিল। ইংরাজ হইলেন সেই মোরব্বী।

ফলতঃ, কোন কোন দেশকে এতীম বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের অভিবাবক কায়েম করা হইল এবং কোন কোন দেশবাসীকে মানুষের স্থলে পশু মনে করা হইল। তাহাদের সম্বন্ধে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, তাহাদিগকে পরস্পর বিভাগ বণ্টন করিয়া নিতে হইবে। ফলে, আফ্রিকার কোন কোন স্থল ইংরাজ এবং কোন কোন অঞ্চল ফ্রান্স নিয়া গেল।

এই উভয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহা একটি ভীষণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। সততার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহাই বিচার করিতে হইবে যে, যুদ্ধ বিগ্রহ ব্যতীত কাহাকেও অধিকারভুক্ত করা যায় না। আফ্রিকার কাফ্রিরা কাহারো সহিত যুদ্ধ করে নাই। সেখান হইতে জার্ম্মানদিগকে বহিষ্কৃত করিতে হইলে সেই সকল দেশকে স্বাধীন করা উচিত ছিল।

সেই সকল দেশবাসী শাসন শক্তির উপযুক্ত ছিল না ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক! জার্ম্মানেরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকে যে, ইংরাজ রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনার উপযুক্ত নহে। প্রত্যেক জাতিই আপনাকেই মাত্র রাজত্ব করিবার উপযুক্ত মনে করে। অপরের ধারণা মতে কোন জাতি শাসন শক্তির অনুপযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় সেই জাতিকে শাসনশক্তি হইতে বঞ্চিত করিবার নীতি সত্য হইলে ইংরাজকেও শাসনশক্তি হইতে হস্তোত্তোলন করা উচিত। কারণ, জার্ম্মানদের মতে ইংরাজও রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনার উপযুক্ত নয়।

জার্ম্মানেরা তাহাদের উপর প্রভুত্ব করে, ইংরাজ কি ইহার জন্য প্রস্তুত? জর্ম্মানেরা কি এজন্য প্রস্তুত যে, ইংরাজ তাহাদের উপর প্রভুত্ব করে? ফরাসী কি এজন্য প্রস্তুত আছে যে, জার্ম্মানেরা তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে? তারপর, এই সকল দেশবাসিগণই কি চায় যে, আমেরিকা তাহাদের উপর প্রভুত্ব করে?

প্রত্যেক জাতিরই জাতীয় গৌরব আছে এবং প্রত্যেকেই মনে করে যে, তাহারা অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ধারণা বশতঃ কি কেহ কাহারো উপর অধিকার বিস্তার করিবার 'হক' রাখে?

যদি এই প্রশ্ন হইত যে, আফ্রিকাবাসী জার্ম্মাণী বা ইংলণ্ডের উপর শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রসার করে, তবে ত অবশ্য বলা যাইতে পারিত যে, তাহারা অশিক্ষিত মূর্খ। কিন্তু তাহাদিগকে তাহাদের দেশে এবং তাহাদের ন্যায় যাহারা তাহাদের মধ্যে শাসন কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিতে দেওয়ায় বাধা কি? কারণ, যাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করা হয়, তাহারাও ত শিক্ষিত নয়। তাহারাও অশিক্ষিত বটে।

শিক্ষিত জাতির স্বদেশ শাসন করিবার অধিকার থাকিলে অশিক্ষিত জাতিকে স্বদেশ শাসন করিবার অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবার কোন হেতু থাকে না। কখনো কি এরূপ হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকের যে সকল হক বা অধিকার আছে, তাহা হইতে চাষীদিগকে এজন্য বঞ্চিত করা হয় যে, তাহারা অশিক্ষিত।

আইন ও শাস্ত্র প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোককে একইরূপ অধিকার দেয়। এক জন মুজ্‌রের স্ত্রীরও সেই অধিকার ও হকই আছে, যাহা কোন আলেম, সৈন্যাধ্যক্ষ কিম্বা বাদশাহের পত্নীকে দেওয়া হয়। কারণ, চাষী অশিক্ষিত হইয়া থাকিলে তাহার সম্পর্কও অশিক্ষিতা স্ত্রীর সহিত বটে।

আফ্রিকাবাসী অশিক্ষিত। কিন্তু তাহারা কি তাহাদের নিজেদের মধ্যে শাসন কর্ত্তৃত্ব করিবার উপযুক্ত নহে? ইয়ুরোপীয় জাতিগণ সেখানে যাওয়ার পূর্ব্বেও ত তাহারা জীবন যাপন করিত। তাহাই এখনো হইতে পারিত।

ভিন্ন কোন জাতির কি অধিকার আছে যে, তাহারা অন্য কোন দেশে যাইয়া শক্তি প্রয়োগ করতঃ সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে?

ইয়ুরোপ শক্তি মদ মত্ততায় অত্যন্ত দাম্ভিকভাবে এই ভীষণ অত্যাচারে লিপ্ত হয়। কোন কোন জাতিকে ত মানুষের মধ্যেই গণ্য করে নাই। তাহাদিগকে পশুবৎ মনে করিয়া আপনাদের পরস্পরের মধ্যে বিভাগ বণ্টন করিয়া লয় এবং কোন কোন জাতিকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু তাহাদিগকে 'এতীম' মনে করে, যাহাদের জন্য অভিবাবকের আবশ্যক। যেন তাহাদের খাবার পরার ব্যবস্থা হয় এবং তাহাদের সম্পত্তি রক্ষা হয়।

এশিয়ার জন্য এইরূপ নীতি অবলম্বন করা হয়। কিন্তু ইয়ুরোপবাসীকে মানব মনে করিয়া তাহাদের অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হয়। এইরূপে, সন্ধির জন্য মিঃ উইলসন যে নীতি নির্দ্ধারণ করেন, তাহা কার্য্যতঃ রহিত করা হয়।

ইহারই ফলে, জার্ম্মানীর কতকাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া জেকোশ্লাভেকিয়ার সহিত সংযোজিত করা হয়। এই রাজ্য গঠনে প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স কর্ত্তৃত্ব করে। তাহারা মনে

করিতেছিল যে, জার্ম্মানী তাহাদের পুরাতন শত্রু। এজন্য তাহাদের পাশে স্বীয় মিত্র স্বরূপ এক রাজ্য গঠন করা হওক। ইহা হইলে জার্ম্মানীর সহিত কোন যুদ্ধ বাঁধিলে সেই রাজ্য এক দিক দিয়া এবং অন্য দিক দিয়া এই মিত্র রাজ্য আক্রমন চালাইবে। এইরূপে, পোলদের এক রাজ্য গঠন করা হয়।

কিন্তু প্রবাদ আছে, যাহাকে রাখেন খোদা তাহাকে মারে কে? জার্ম্মান জাতি সম্বন্ধে খোদাতা'লা এই ফয়সলা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় যে, তিনি ইহাকে রক্ষা করিবেন। এজন্য ইহাকে কে ধ্বংস করিতে পারে? প্রথমতঃ, ইটালীতে **মোসলিনীর** আবির্ভাব হয়। ইহার পর **জার্ম্মানীতে** এক ব্যক্তির অভ্যুদয় হয়। তিনি পূর্ব্বে সৈনিক বিভাগে দফেদারের পদে ছিলেন। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি একজন ড্রাফস্‌ম্যান ছিলেন এবং ইঞ্জিনিয়ারের নির্দ্দেশানুযায়ী নক্‌সা তৈয়ার করিতেন। যুদ্ধের পর তাহার মনে হইল প্রেসিডেন্ট-উইলসন ত আন্দোলন করিয়াছিলেন যে জার্ম্মানী যুদ্ধ পরিহার করিলে যে নীতি অবলম্বন করা হইবে, তাহা এই হইবে যে, কোন জাতি কোন জাতিকে তাহার অধীনে রাখিবে না। কিন্তু জার্ম্মানীর একাংশ ত জেকোশ্লাভেকিয়ার সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে। ইহার অধিকার কাহারো ছিল না। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহারা তাহা ফেরৎ চাহেন।

এইরূপে তিনি আরো কতিপয় বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করেন। তারপর, তিনি ভাবিতে থাকেন যে, যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় ঘটিবার কারণ কি? ফলে, তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইয়ুরোপীয় জাতিগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় রত থাকিতে সমর্থ হইবার কারণ এই যে, তাহারা ইহুদীদিগকে উৎকোচ প্রদান করতঃ দেশভ্যান্তরে বিপ্লব আনয়ন করে।

তাহারা ইহুদীদিগকে উস্কায় এবং তাহাদের সহিত অঙ্গীকার করে যে, তাহাদিগকে **ফেলিস্তিনে উপনিবেশ** স্থাপন করিতে দিবে। জার্ম্মানীর শক্তি হ্রাস করিবার জন্য তাহাদিগকে বলা হয়।

তাহারা ধনাঢ্য জাতি। এতদ্দেশীয় 'সাহুকার' মহাজনগণ যেমন কৃষকদিগকে হাঁকাইয়া নিয়া যায়, সেইরূপেই তাহারা জার্ম্মাণীতে বিপ্লব আনয়ন করিতে সমর্থ হয় এবং এজিটেশন আরম্ভ করাইয়া দেয়।

এইরূপে, তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণী দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার কারণ প্রকৃতপক্ষে ইহুদী জাতি। তাই তিনি তাঁহার সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য এই নির্দ্ধারণ করিলেন যে, তাঁহারা কোন বিদেশীয়কে তাঁহাদের দেশে অবস্থান করিতে দিবেন না। অতিথি হিসাবে তাহারা থাকিতে পারিবে, কিন্তু স্থায়ীভাবে তথায় বসবাস করিতে পারিবে না,—কোন ভোটাধিকার তাহাদের থাকিবে না, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোনরূপ যোগদান করিতে পারিবে না এবং চাকুরী প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

তিনি তদীয় সমিতির জন্য পঁচিশ দফা উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করেন। তন্মধ্যে অনেকগুলিই ইস্‌লামী শিক্ষানুমোদিত। তাহাই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বর লাভের কারণ হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্থলে, ফিউহারের একটি উদ্দেশ্য, তাঁহারা দেশকে সুদের অভিশাপ হইতে রক্ষা করিবেন। যে ইয়ুরোপের সকল কারবার সুদের উপর চলে সেখানে ব্যাঙ্ক প্রভৃতির উপর এমন কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন যে, সুদ অনেকটা সীমাবদ্ধ ও হ্রাস করিয়াছেন, যদিও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিবার সামর্থ্য তিনি এখনো লাভ করেন নাই।

ফিউহরার এই সকল খেয়াল নিয়া দণ্ডায়মান হইলে জনগণ দেখিতে দেখিতে তাঁহার সঙ্গে যোগদান করে। কারণ জার্ম্মাণেরা একটি জাগ্রত ও সজীব জাতি, তাহাদের মধ্যে শিক্ষা আছে।

বেভেরিয়ায় তাহাদের সংখ্যা প্রায় এক শত মাত্র থাকা কালে তিনি বার্লিন অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার এই দৃঢ়-প্রত্যয় ছিল যে, জনগণ আপনাপনি তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিবে। এই নিমিত্ত এত ন্যূন সংখ্যা সত্ত্বেও তিনি ভীত হন নাই।

পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। সম্ভবতঃ, ১৯২২ কিম্বা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বন্দী হন। পর বৎসর তাঁহাকে ক্ষমা করা হয়। জেল হইতে বহির্গত হইয়া তিনি আবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। জাতি জাগ্রত ও সজীব। তাঁহার কথাগুলি নূতন হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। তাই এই অভিনবত্ব জনগণের নিকট অপ্রিয় বোধ হয় নাই।

ফলে, প্রত্যহই তাঁহার শক্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১৯২৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার দলের দুই জন ব্যক্তি পার্লামেণ্টে গমন করেন। ১৯২৯ খৃঃ অব্দে ১২ জন গমন করেন এবং ১৯৩২ সনে ২২০ জন এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্য তাঁহার হস্তগত হয়।

তাঁহার ২৫ দফা উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম একটি দফা ছিল তাহারা অষ্ট্রীয়াকে সাম্রাজ্যভুক্ত করিবে। ইহাতে তাহারা

কৃতকার্য্য হইয়াছে। ইহার পর তিনি স্বদেশের অপরাপর অংশ ফেরৎ পাওয়ার প্রতি মনযোগী হন।

আমি বলিতেছিলাম যে, ফিউহরারের উদ্দেশ্য সম্বলিত দফা সমূহের কোন কোন দফা ইস্‌লামের শিক্ষানুমোদিত। তন্মধ্যে একটি ত ইহাই যে, তিনি সুদ হ্রাস করিয়াছেন এবং ইহা দূরীভূত করিবার উপায় উদ্ভাবনা করিতেছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা জগৎবাসীকে ইস্‌লামের শিক্ষার নিকটবর্ত্তী করিবে। এযুগে আল্লাহ্‌তা'লা সেই জাতিকেই 'বরকত' প্রদান করিতেছেন, যাহারা ইস্‌লামী শিক্ষার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। একারণেই ফিওহরার বর লাভ করিতেছেন।

তারপর, তিনি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আদেশ করিয়াছেন তাহারা গৃহে গমন করিবার জন্য। যদি ও তিনি ইস্‌লামী পর্দ্দা কায়েম করেন নাই, কিন্তু পুরুষের সহিত স্বাধীন মেলামেশা, নাচ-গানে শামেল হওয়া প্রভৃতি বিষয় নিষেধ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগকে গৃহে থাকিবার, বিবাহ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন। যে সকল স্ত্রী পুরুষ বিবাহ করে, তাহাদের টাক্স কমান হয় এবং বিশেষ সংখ্যা পর্য্যন্ত সন্তান জন্মিবার পর বিশেষ পুরস্কার প্রদত্ত হয়। ইহাও ইস্‌লামী নীতি সমর্থিত। কারণ,, ইস্‌লাম 'রুহ্‌বানীয়ত' বা সন্যাস-ব্রত দূর করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছে।

তারপর, তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, **বর্ত্তমান খৃষ্ট ধর্ম্ম** তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিয়াছে। এই ধর্ম্ম বিশ্ব-মুক্তি প্রদান করিতে পারে না। এজন্য তাঁহারা ইহার বিলোপ সাধন করিবেন। ফলে, জার্ম্মাণীতে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি কঠোরতা করা হয়। এই নিমিত্তই ইয়ুরোপ সর্ব্বদা ফিউহ্‌রারের বিরুদ্ধে ঘোষণাদি করিয়া থাকে।

বস্তুতঃ, ইস্‌লামের বিবিধ বিষয়ই তাঁহাতে পাওয়া যায়। আমি মনে করি ইহুদীরা যে ফেলিস্তিনে উপনিবেশ স্থাপন করিবার অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়া জার্ম্মানীকে ধ্বংস করিয়াছিল, আল্লাহ্‌তা'লা ইহার ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌-তা'লা তাহাদিগকে জার্ম্মাণী হইতে বহিষ্কৃত করেন এবং জার্ম্মাণ জাতিকে আবার প্রতাপান্বিত সাম্রাজ্য শক্তি প্রদান করেন।

ফিউহরারের আন্দোলন নানা দিক দিয়া ইস্‌লামী শিক্ষার সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণ। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা ইস্‌লামী শিক্ষা বিশ্ব-বাসীর অধিকতর নিকটবর্ত্তী করিবার হেতুযুক্ত। এই নিমিত্ত আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁহাকে শক্তি প্রদান করিয়াছেন।

আল্লাহ্‌তা'লা ফয়সলা করিয়াছেন যে, **মসিহ্‌ মাউদের** (আঃ) যুগে দজ্জাল আপনাপনি দ্রবীভূত হইতে থাকিবে। ইহার অর্থ এই যে, খৃষ্ট ধর্ম্মের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ তাহাদের প্রাণে ইহার প্রতি শ্রদ্ধা থাকিবে না।

এই সমুদয় যাবতীয় লক্ষণই সেই সকল **ভবিষ্যদ্বাণী** বটে; যাহা হাদিস সমূহে বিদ্যমান তাহাই পূর্ণ হইতেছে।

ফেলিস্তিনে ইহুদীদের স্থান লাভও হাদিসোক্ত হুব্‌হু ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সংঘটিত হইয়াছে। রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, দজ্জালের সঙ্গে ইহুদীরা পুনর্ব্বার ফেলিস্তিনে প্রবিষ্ট হইবে। এখন, দেখ, ইহুদীরা প্রবেশ লাভ করিয়াছে কি না। তারপর, দেখ, কাহাদের সহিত প্রবিষ্ট হইতেছে। স্পষ্ট কথা, খৃষ্টীয় রাষ্ট্রশক্তিগুলির সহিত।

রসুল করীম (সাঃ) দজ্জালের সঙ্গে ইহুদীদের ফেলিস্তিনে প্রবেশ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী পরিষ্কার ভাষায় করিয়াছিলেন।

এখন আমি এই খোৎবার মূল বক্তব্য বিষয়ের দিকে আসিতেছি।

১৯২৪ খৃঃ অব্দে আমি "আহ্‌মদীয়ত বা হকীকী ইস্‌লাম" (Ahmadiyyat or True Islam) লিখিয়াছিলাম। ইহাতেও আমি বিস্তৃত ভাবে জানাইয়াছি যে, 'লীগ-অফ্‌-ন্যাশন্‌স্‌' বা আন্তর্জাতিক সংঘের ভিত্তি ভ্রান্ত নীতির উপর সংস্থাপিত। কোরান করীম যে লীগ উপস্থিত করিয়াছে, এই লীগ তাহার বিপরীতভাবে গঠিত হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত ইহার সংস্কার সাধন পূর্ব্বক কোরান করীমোক্ত লীগ্‌ সংস্থাপিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত বিশ্ব-শান্তি সংস্থাপিত হইবে না।

কোরান করীম লীগের জন্য যে নীতির উল্লেখ করিয়াছে, তন্মধ্যে একটি বিশিষ্ট নীতি এই যে, কোন 'জালেম' বা অত্যাচারী কোন জুলুম করিলে তাহাকে **রোধ কর** এবং 'মজলুম' বা অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্য কর। তারপর, অত্যাচারীর উপর বিজয় লাভ করিবার পর তাহাকে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিবে না। শুধু এই পর্য্যন্ত কর যে, নিপীড়িত পক্ষের হক তাহাকে প্রত্যর্পণ কর।

আমি আমার সেই পুস্তকে ইহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক বলিয়াছি যে, "লীগ-অফ্‌-নেশন্‌স্‌" কোরান করীমের এই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। অর্থাৎ, জার্ম্মানীর কোন কোন এলাকা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ অন্যান্যকে দেওয়া হইয়াছিল। আমি পরিষ্কারভাবে লিখিয়াছিলাম যে, ইহাতে কোরান করীমোক্ত

নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে বলিয়া ইহার ফলে **বিশ্ব-শান্তি** সংস্থাপিত হইবে না।

তারপর, এই সর্ত্ত রাখা হইয়াছিল যে, লীগের কাজে **সামরিক উপকরণ** ব্যবহৃত হইবে না। আমি লিখিয়াছিলাম যে, এই নীতি ভ্রান্তি মূলক।

কোরান করীম বলে যে, সামরিক শক্তি ব্যতিরেকে লীগের কোন প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে না। এখন ১৪ বৎসর পর ঘটনা পরম্পরা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, কোরান করীম যে কথা উপস্থিত করিয়াছিল এবং যাহার সম্পর্কে আমার গর্ব্ব এই যে, খোদাতা'লার ফজলে কোরান করীমের এই নিগূঢ়তত্ত্ব আল্লাহ্-তা'লা বিশেষভাবে আমার নিকট উদ্‌ঘাটন করেন অবশেষে, ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

এখন যে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা সংস্থাপিত হওয়ার একমাত্র কারণ ফ্রান্স এবং বৃটন তাহাদের সামরিক বিভাগ প্রস্তুত হওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করে এবং সৈন্য বাহিনী বাহিরে আনয়ন করে।

ইহাতে ফিউহরারের চৈতন্য হয়। তিনি ভাবিলেন এখন হুঁসিয়ার হইয়া চলিতে হইবে, নচেৎ লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হইবে।

সুতরাং, আজ কোরান করীমোক্ত লীগ-অফ-নেশনস্ কৃতকার্য্য হইয়াছে। ইহা বর্ণনা করিবার সামর্থ্য খোদাতা'লা আমাকে প্রদান করেন। ইয়ুরোপীয়গণ যে লীগ গঠিত করিয়াছিল তাহা সফলতা লাভ করে নাই।

কোরান করীমোক্ত এই মূল-নীতি বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন কর্ত্তৃক পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে ভীরু বলা ভ্রম। যদি ইংরাজেরা জেক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিত, তবে এই আপত্তি করা যাইত যে, তাহাকে পরিত্যাগ করা হইতেছে কেন?

কিন্তু, ইংরাজেরা তখনো ইহার প্রতিবাদ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, ইহা অস্বাভাবিক বাটোয়ারা বটে। যাহাদের নিকট হইতে এই এলাকা বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, তাহারা যুদ্ধ করিলে তাঁহারা দায়ী হইবেন না। কেহ দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে বা দায়ী না থাকিলে তাহাতে দোষারোপ করা যায় না।

অবশ্য, কোন দোষারোপ করিতে হইলে ফ্রান্সের প্রতি তাহা করা যায়। ফ্রান্স এই রাজ্যের গঠন করে। ভীরুতা হইয়া থাকিলে ইহাদের। কারণ, ইহারা প্রথমতঃ এই রাজ্য গঠন করে, কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইলে তাহারা পশ্চাদপদ হয়।

গল্পে আছে, এক পাঠান মুচ তা দিয়া বাজারে চলাফেরা করিত এবং যাহারই মুচগুলি উচু দেখিত তাহাকেই নীচু করিতে বলিত। সে মনে করিত যে, সৈনিকের ন্যায় মুচ তা কেবল তাহারই আয়ত্বাধীন, অন্য কাহারো তাহা করিবার অধিকার নাই। একদা এক ব্যক্তি তাহাকে শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ে সেই মুচ তা দিয়া বাজারে গমন করে এবং ঘুরাফিরা করিতে থাকে, যেন সেই পাঠান আসিয়া তাহাকে দেখিতে পায়। খাঁন সাহেব বাজারে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে এক ব্যক্তি মুচগুলি তা দিয়া সদর্পে ঘুরাফিরা করিতেছে। দেখিবা মাত্র তিনি ক্রোধে অস্থির হইয়া ঐ ব্যক্তিকে মুচ নীচু করিতে বলিলেন। সে তাহা করিল না। তিনি তরবারী ধারণ করিলে সে বলিয়া উঠিল, 'খাঁন সাহেব, সবুর। চলুন, আমরা বাড়ীতে যাই এবং আমাদের স্ত্রী কন্যার শিরোচ্ছেদ করি। কারণ, লড়াইয়ে আমাদের কাহারো প্রাণহানী হইলে পাছে তাহাদের কষ্ট হইবে। চলুন তাহাদিগকে নিপাত করিয়া আসি।' পাঠান ভাবিলেন, কথা ত ঠিকই। তৎক্ষণাৎ গৃহে যাইয়া স্ত্রী কন্যার মুণ্ডপাত করিলেন। তৎপর, বাজারে আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। সে ব্যক্তি তখন ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া স্বীয় মুচগুলি ক্রমান্বয়ে নীচু করিতে করিতে বলিল, 'খাঁ সাহেব, লড়াইয়ের দরকার নাই। আমি মুচগুলি নীচু করিতেছি।'

ফ্রান্সের অবস্থাও তাহাই। ফ্রান্স একটি জাতি গঠন করে। তখন ইংরাজ এবং আমেরিকা সকলেই ইহার বিরোধী ছিলেন। এখন সেই জাতি গঠিত হওয়ার পর, এদিকে জার্ম্মানেরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হওয়ায় ফ্রান্স সহসা মুচগুলি নিম্নদিকে গুটাইয়া বলিতেছে, 'আর যুদ্ধ করিবেন না।'

গল্পোক্ত ব্যক্তি ত শত্রুর অনিষ্ট ঘটাইয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স শত্রুর কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। সে তাহার বন্ধুরই ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

সুতরাং, যদি ইহাতে কাহারো প্রতি দোষারোপ করা যায়, তবে ফ্রান্সের প্রতি দোষারোপ করা সম্ভবপর, ইংরাজদের প্রতি নহে।

কোন সন্দেহ নাই বিগত কয়েক বৎসর ব্যাপী পাঞ্জাবে কোন কোন ইংরাজ আমাদের প্রতি নিরতিশয় জঘন্য নীতি অবলম্বন করিয়াছে এবং অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

ইহার সাজা তাহারা এখন প্রাপ্ত হইতেছে। ইন্‌শাল্লাহ, আরো মিলিবে এবং খোদাতালা প্রকাশ করিবেন যে, দণ্ড

নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে বলিয়া ইহার ফলে **বিশ্ব-শান্তি** সংস্থাপিত হইবে না।

তারপর, এই সর্ত্ত রাখা হইয়াছিল যে, লীগের কাজে **সামরিক উপকরণ** ব্যবহৃত হইবে না। আমি লিখিয়াছিলাম যে, এই নীতি ভ্রান্তি মূলক।

কোরান করীম বলে যে, সামরিক শক্তি ব্যতিরেকে লীগের কোন প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে না। এখন ১৪ বৎসর পর ঘটনা পরম্পরা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, কোরান করীম যে কথা উপস্থিত করিয়াছিল এবং যাহার সম্পর্কে আমার গর্ব্ব এই যে, খোদাতা'লার ফজলে কোরান করীমের এই নিগূঢ়তত্ত্ব আল্লাহ্-তা'লা বিশেষভাবে আমার নিকট উদ্‌ঘাটন করেন অবশেষে, ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

এখন যে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা সংস্থাপিত হওয়ার একমাত্র কারণ ফ্রান্স এবং বৃটন তাহাদের সামরিক বিভাগ প্রস্তুত হওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করে এবং সৈন্য বাহিনী বাহিরে আনয়ন করে।

ইহাতে ফিউহরারের চৈতন্য হয়। তিনি ভাবিলেন এখন হুঁসিয়ার হইয়া চলিতে হইবে, নচেৎ লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হইবে।

সুতরাং, আজ কোরান করীমোক্ত লীগ-অফ-নেশনস্ কৃতকার্য্য হইয়াছে। ইহা বর্ণনা করিবার সামর্থ্য খোদাতা'লা আমাকে প্রদান করেন। ইয়ুরোপীয়গণ যে লীগ গঠিত করিয়াছিল তাহা সফলতা লাভ করে নাই।

কোরান করীমোক্ত এই মূল-নীতি বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন কর্ত্তৃক পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে ভীরু বলা ভ্রম। যদি ইংরাজেরা জেক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিত, তবে এই আপত্তি করা যাইত যে, তাহাকে পরিত্যাগ করা হইতেছে কেন?

কিন্তু, ইংরাজেরা তখনো ইহার প্রতিবাদ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, ইহা অস্বাভাবিক বাটোয়ারা বটে। যাহাদের নিকট হইতে এই এলাকা বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, তাহারা যুদ্ধ করিলে তাঁহারা দায়ী হইবেন না। কেহ দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে বা দায়ী না থাকিলে তাহাতে দোষারোপ করা যায় না।

অবশ্য, কোন দোষারোপ করিতে হইলে ফ্রান্সের প্রতি তাহা করা যায়। ফ্রান্স এই রাজ্যের গঠন করে। ভীরুতা হইয়া থাকিলে ইহাদের। কারণ, ইহারা প্রথমতঃ এই রাজ্য গঠন করে, কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইলে তাহারা পশ্চাদপদ হয়।

গল্পে আছে, এক পাঠান মুচ তা দিয়া বাজারে চলাফেরা করিত এবং যাহারই মুচগুলি উচু দেখিত তাহাকেই নীচু করিতে বলিত। সে মনে করিত যে, সৈনিকের ন্যায় মুচ তা কেবল তাহারই আয়ত্তাধীন, অন্য কাহারো তাহা করিবার অধিকার নাই। একদা এক ব্যক্তি তাহাকে শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ে সেই মুচ তা দিয়া বাজারে গমন করে এবং ঘুরাফিরা করিতে থাকে, যেন সেই পাঠান আসিয়া তাহাকে দেখিতে পায়। খাঁন সাহেব বাজারে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে এক ব্যক্তি মুচগুলি তা দিয়া সদর্পে ঘুরাফিরা করিতেছে। দেখিবা মাত্র তিনি ক্রোধে অস্থির হইয়া ঐ ব্যক্তিকে মুচ নীচু করিতে বলিলেন। সে তাহা করিল না। তিনি তরবারী ধারণ করিলে সে বলিয়া উঠিল, 'খাঁন সাহেব, সবুর। চলুন, আমরা বাড়ীতে যাই এবং আমাদের স্ত্রী কন্যার শিরোচ্ছেদ করি। কারণ, লড়াইয়ে আমাদের কাহারো প্রাণহানী হইলে পাছে তাহাদের কষ্ট হইবে। চলুন তাহাদিগকে নিপাত করিয়া আসি।' পাঠান ভাবিলেন, কথা ত ঠিকই। তৎক্ষণাৎ গৃহে যাইয়া স্ত্রী কন্যার মুণ্ডপাত করিলেন। তৎপর, বাজারে আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। সে ব্যক্তি তখন ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া স্বীয় মুচগুলি ক্রমান্বয়ে নীচু করিতে করিতে বলিল, 'খাঁ সাহেব, লড়াইয়ের দরকার নাই। আমি মুচগুলি নীচু করিতেছি।'

ফ্রান্সের অবস্থাও তাহাই। ফ্রান্স একটি জাতি গঠন করে। তখন ইংরাজ এবং আমেরিকা সকলেই ইহার বিরোধী ছিলেন। এখন সেই জাতি গঠিত হওয়ার পর, এদিকে জার্ম্মানেরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হওয়ায় ফ্রান্স সহসা মুচগুলি নিম্নদিকে গুটাইয়া বলিতেছে, 'আর যুদ্ধ করিবেন না।'

গল্পোক্ত ব্যক্তি ত শত্রুর অনিষ্ট ঘটাইয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্স শত্রুর কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। সে তাহার বন্ধুরই ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

সুতরাং, যদি ইহাতে কাহারো প্রতি দোষারোপ করা যায়, তবে ফ্রান্সের প্রতি দোষারোপ করা সম্ভবপর, ইংরাজদের প্রতি নহে।

কোন সন্দেহ নাই বিগত কয়েক বৎসর ব্যাপী পাঞ্জাবে কোন কোন ইংরাজ আমাদের প্রতি নিরতিশয় জঘন্য নীতি অবলম্বন করিয়াছে এবং অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

ইহার সাজা তাহারা এখন প্রাপ্ত হইতেছে। ইন্‌শাল্লাহ, আরো মিলিবে এবং খোদাতালা প্রকাশ করিবেন যে, দণ্ড

বিধানের জন্য তাঁহার বান্দাগণের পক্ষে পার্থিব অস্ত্র ধারণের আবশ্যক নাই, বরং স্বয়ং খোদাতালা "আসমানী হার্ব্বা" বা স্বর্গীয় অস্ত্র দ্বারা তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

কিন্তু, এতৎ সত্ত্বেও আমরা সমগ্র ইংরাজ জাতিকে মন্দ বলিতে পারি না। তাহাদের ভাল লোকদের গুণ গরিমা প্রকাশ না করিয়া আমরা পারি না।

মিঃ চেম্বারলেন সত্তর বৎসর বয়ঃক্রম কালে যে সহানুভূতি পরায়ণ হইয়া শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ইংরাজ জাতির পক্ষে শ্লাঘার বিষয় এবং মিঃ চেম্বারলেনের সম্মান বৃদ্ধি জনক। তিনি কদাচ কোনই ভীরুতা প্রদর্শন করেন নাই। পার্লামেণ্টে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা অত্যন্ত ভদ্রতাপূর্ণ ছিল।

তিনি বলিয়াছিলেন, আজ হইতে ২০ বৎসর পূর্ব্বেই এই সিদ্ধান্ত হয় যেন এক জাতিকে অন্য জাতির অধীন হইতে দেওয়া না হয়। তারপর, এই বিশ বৎসরের মধ্যে অনেক বার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কোন প্রতিকার করেন নাই এবং এই জুলুমকে এমনি থাকিতে দেন। ইহা এমন বিষয়, যাহা কোন চরিত্রবান ব্যক্তির মুখ হইতেই প্রকাশ পাইতে পারে। যদিও তিনি **সত্য ধর্ম্ম মত** পোষণ করেন না কিন্তু তাঁহার এই বক্তৃতা দ্বারা ইহা অবশ্যই প্রকাশ পায় যে, তাঁহার মধ্যে **ভদ্রতা ও খোদাতালার ভয়** নিশ্চয়ই আছে।

আজই আমি তাহার বক্তৃতার অপর একটি বাক্য শুনিয়াছি। তাঁহার স্বদেশে ও এই আপত্তি করা হয় যে, 'বৃদ্ধ, ভীরু' বরং এইরূপ মোতালাবা করা হইতেছে যে, তাঁহাকে যেন অপসারিত করা হয়। কিন্তু তাঁহার প্রতি যতই দোষারোপ করুক না কেন, তিনি অত্যন্ত কষ্ট সহ্য পূর্ব্বক অগ্নি হইতে এক বস্তু আনয়ণ করিয়াছেন। তাহা কি? তাহা বিশ্ব-শান্তি। যতই তাঁহার প্রতি দোষারূপ করা হউক না কেন, তিনি বিশ্ব শান্তি সংস্থাপন করিয়াছেন এবং বিশ্বকে মহাধ্বংস লীলা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

আমি বহু বার বলিয়াছি যে, এখন যুদ্ধ হইলে অত্যন্ত সাংঘাতিক হইবে। খুব সম্ভবপর, ২।১ বৎসরের মধ্যেই ১০।২০ কোটি মানব সংহার হইবে।

যদিও এই যুদ্ধ হওয়া **অনিবার্য্য**—কারণ ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় তবু এই আগুণ যাহাদের দ্বারা প্রজ্জলিত হইবে, তাহারা সাংঘাতিক অপরাধে অপরাধী হইবে। যদি ইহার লক্ষণ পরিদর্শন পূর্ব্বক বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এই যুদ্ধ টলিবার জন্য প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন—তাহাও এ কারণ যে, একটি জাতির প্রতি অবিচার করা হইয়াছে—তবে তাঁহার এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসার্হ। ইহা দ্বারা কোরান করীমের নীতি **জয়যুক্ত** হইয়াছে। আমরা এই সুযোগ লাভ করিয়াছি যে, আমরা ইয়ুরোপকে বলিতে পারি যে, তাহারা শত শত বর্ষব্যাপি অভিজ্ঞতা লাভের ফলে এক লীগ স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু পরাধীন ভারতের নগর সমূহ হইতে দূরে অবস্থিত এক গ্রাম হইতে—সেখানে এখন ট্রেন চলাচল করিলেও, তখন ছিল না—**মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (সাঃ) একজন দাস এই** ঘোষণা করিয়াছিল যে, তৎগুরু খোদাতা'লার নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারা উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, উহারা তাহার ফল ভোগ করিবে।

এই ঘোষণার চৌদ্দ বৎসর পর তাহারা স্বীয় কার্য্য দ্বারা স্বীকার করিয়াছে যে, তাহাদের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক এবং শান্তি স্থাপনের একমাত্র উপায় কোরান করীমের নির্দ্দেশিত পথ,—যাহা ইহার একজন সেবক চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে উপস্থিত করিয়াছিল। অর্থাৎ, তোমরা কোন অত্যাচারী জালেমকে দমন করিবার পর এইরূপ মনে করিবে না যে, এই সুযোগে তাহাকে নির্ম্মূল করিতে হইবে। তাহা নয়। শুধু নিপীড়িত 'মজলুম' পক্ষের হক তাহাকে ফিরাইয়া দিবে, এই পর্য্যন্ত।

যদি মহাযুদ্ধের পর এই শিক্ষার প্রতি আমল করা হইত, তবে জেকোশ্লাভেকিয়া রাজ্যও স্থাপিত হইত না এবং মুসোলিনী বা ফিউহরারেরও আবির্ভাব হইত না। নবজর্ম্মানীও গঠিত হইত না এবং এই মহাসমরের বিভিষিকাময় লক্ষণের সঞ্চার হইত না। প্রকাশ্যতঃ, একদা ইহা সংঘটিত হইবেই হইবে। ইহার কল্পনাতেও মানবহৃদয় প্রকম্পিত হয়।

যুবকদিগের প্রতি

ধর্ম্ম সেবায় জীবন উৎসর্গ কর এবং ত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া শত্রুদের অপবাদের উত্তর দাও

শত্রুদের শত্রুতাচরণেও স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণ নিহিত

[হজরত আমীরুল্‌ মোমেনীন খলিফাতুল মাসিহ (আইঃ) কর্ত্তৃক প্রদত্ত ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮ তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম—বঙ্গানুবাদ]

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন ঃ—সম্প্রতি কতিপয় বন্ধুর নিকট হইতে মিস্‌রি সাহেব* ও আহরার দিগের * সহিত সম্পর্কিত ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে প্রকাশিত ইশ্‌তাহারাদির বিরুদ্ধে ঘৃণা ও নিন্দা ব্যঞ্জক কতিপয় চিঠি আমার নিকট আসিয়াছে। এই সকল চিঠি-লিখক বন্ধু ও জমাতসমূহ যে 'গয়রত' বা আত্ম-মর্য্যাদার অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আমি সম্মান করি। কিন্তু আমার মনে হয় এই সকল গালিপূর্ণ ইশ্‌তাহারাদি প্রকাশের মধ্যেও আল্লাহ-তা'লা আমাদের জন্য মঙ্গল নিহিত রাখিয়াছেন।

প্রথম প্রথম মিসরি সাহেবের প্রতি গালি-বর্ষণের অভিযোগ আনয়ন করিলে তিনি রাগান্বিত হইতেন এবং তাহা অস্বীকার করিতেন। ইহাতে আমাদের জমাতের কতিপয় বন্ধু প্রভাবিত হইয়া বলিতেন, "সে যখন নিজেই অস্বীকার করে তখন কিরূপে তাহার বিরুদ্ধে গালির অভিযোগ আনা যায়?" যাহা হউক, সম্প্রতি তিনি আদালতে আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা হাই কোর্টের এক ফয়সলায় লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন যে কোন সভ্রান্ত ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন, বাস্তবিক তিনি গালি দেন কি না এবং আমার অভিযোগ সত্য কি না।

হাই কোর্টের রায়ে তাহার এরূপ গালি লিপিবদ্ধ হওয়ায় তাহারই স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। কারণ প্রথমতঃ ধর্ম্মবিষয়ে হাই কোর্টের মীমাংসার কোন অধিকারই নাই। দ্বিতীয়তঃ হাই কোর্ট তাহার ইশ্‌তাহারাদি সম্বন্ধে যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে হাই কোর্টের জজ লিখিয়াছেন যে—যেহেতু মিসরি সাহেব এরূপ বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন যদ্দারা উত্তেজনা সৃষ্টি ও শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা আছে, অতএব স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার বিরুদ্ধে শান্তি রক্ষার জামানত সংক্রান্ত যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আবশ্যকীয় ছিল। অতএব তাহার দরখাস্ত নামঞ্জুর করা গেল।

জজ একথা বলেন না যে, তিনি অনুসন্ধান করিয়া মিসরি সাহেবের এল্‌জাম বা অপবাদগুলিকে সত্য পাইয়াছেন, বরং তিনি একথা বলেন যে তাহার ব্যবহৃত কথাগুলি উত্তেজনাকর এবং তাহার নিকট হইতে জামানত গ্রহণ করা ঠিক হইয়াছে। মিসরি সাহেবের পক্ষে এরূপ কথায় খুশী হইয়া এই বলা যে—"দেখ হাই কোর্টের ফয়সলাতেও আমার কথাগুলি আসিয়াছে"—মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক।

ঈদৃশ ফয়সলার প্রকাশ ও প্রচার দেশের শান্তি স্থাপনের অনুকূল হইবে, না পরিপন্থী হইবে সে কথার বিচার গবর্ণমেণ্টের সহিত। আমাদের বিরুদ্ধবাদী লোকদের সহিত সম্পর্ক কেবল ফয়সলার সেই অংশটুকু নিয়া যাহাতে আমাকে গালি দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা জজ তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থিত করিবার জন্য আপন ফয়সলায় উল্লেখ করিয়াছেন।

অতএব এই সকল গালি এক দিক দিয়া আমাদের জন্য কষ্টকর হইলেও অপর দিক দিয়া আমাদের বিজয়ের লক্ষণ। কারণ, যাহারা 'আখলাক' বা সদাচার দ্বারা বিজয় লাভ করেন তাহাদের জন্য ইহা কৃতকার্য্যতা ও আনন্দের বিষয় যে, শত্রুগণ উলঙ্গ হইয়া নিজেদের আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা একেবারে 'জাহের' করিয়া দিয়াছে এবং ফলে পূর্ব্বে যাহা ঢাকা ছিল এখন তাহা সর্ব্ববিদিত হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, আমার মতে যে সকল গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এরূপ সভা করাইয়া এরূপ ইশ্‌তাহার বিতরণে সহায় হইয়াছে তাহারাও

* ইহারা বর্ত্তমানে আমাদের জমাতের সহিত ঘোর শত্রুতাচরণ করিতেছে। —সঃ আঃ

কিয়ৎ পরিমাণে উলঙ্গ হইয়া গিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের এখন আর অধিকার নাই আমাদিগকে এরূপ কথা অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতা বা ইমামকে বলিতে নিষেধ করিবার। আমাদের শত্রুগণ এখন আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিতেছে তাহা খৃষ্টানদের 'এসু' সম্পর্কে বলিলে (যিনি সেই হজরত ইসা (আঃ) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি, যাঁহার কথা কোরানে উল্লেখ আছে এবং যিনি আমাদের সম্মানার্হ) গবর্ণমেণ্টের আর আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করার অভিযোগ আনিবার অধিকার থাকিবে না। কেননা, তাহারা নিজ কানুন ও কার্য্যদ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে, এরূপ কথা বলা আইন সঙ্গত।

মোটের উপর, আমার মতে আল্লাহতা'লা এই বিষয় দ্বারা আমাদের জন্য দুইটি পথ খুলিয়াছেন। এক আমাদের পক্ষে লোক সমক্ষে একথা প্রমাণ করিবার সুযোগ হইয়াছে যে, আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমরা যে সকল অভিযোগ আনয়ন করি তাহা সত্য। দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেও আমাদের যুক্তি উপস্থিত করিবার এক সুযোগ লাভ হইয়াছে। এখন গবর্ণমেণ্টকে দুইটি কথার একটি কথা মানিতে হইবে। হয়তঃ, গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল গালি ও উত্তেজনাকর কথা বলা হইয়াছে তাহা অতি উচ্চ দরের কথা, এরূপ কথা দ্বারা কোন অশান্তি সৃষ্টি হইতে পারে না, বা কাহারো মনে কষ্ট হইতে পারে না; কিন্তু কোন অমোসলমান সম্প্রদায়ের নেতাকে 'মোসলমান' বলা হইলে তাহাতে তাহাদের মনে বড়ই আঘাত লাগে। অথবা, গবর্ণমেণ্টকে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা আহমদীদের জন্য একরূপ আইন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য অন্যরূপ আইন প্রচলন করিতে ইচ্ছুক।

গবর্ণমেণ্ট যদি এখন চুপ থাকে তবে তাহাদের চুপ থাকা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, এই গবর্ণমেণ্টের মতে কাহাকেও মোসলমান বলা ত গালি, কিন্তু এই ইশ্‌তাহারে যে সকল কুবাক্য বলা হইয়াছে তাহা গালি নয়। অতএব এখন তোমরা জগতের সমস্ত জাতির সম্মুখে একথা পেশ করিতে পার; এক দিক দিয়া এই ইশ্‌তাহারের কথাগুলি লিখিয়া দাও এবং অপর দিক দিয়া বাবা নামক সম্বন্ধে 'মোসলমান' কথাটি লিখিয়া দাও এবং নীচে লিখিয়া দাও পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের মতে কাহাকেও কুবাক্য প্রয়োগ করা গালি নয়, কিন্তু 'মোসলমান' বলা গালি। অতঃপর দেখিবে, বিজ্ঞ এবং সম্ভ্রান্ত জগৎ কাহার সমর্থন করে—তোমাদের, না গবর্ণমেণ্টের?

অতএব গর্ণবমেণ্ট যদি নিজ কার্য্য-ধারা পরিবর্ত্তন না করে তবে আমাদের হস্তে আর একটি অস্ত্র আসিবে। সুতরাং ইহাতে আমাদের দুঃখিত হইবার কিছু নাই, বরং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমরা আর একটি দলিল পাইব।

অতঃপর হজরত আমিরুল মোমেনীন (আইঃ) এ সম্বন্ধে মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেবের প্রকাশিত মতের কথা উল্লেখ করেন। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব বলেন, 'অদ্য হাই কোর্টের এক রায় পড়িয়া আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছে। উহাতে এক 'মুরীদ' বা শিষ্যের সাক্ষ্য উল্লেখ করা হইয়াছে; অর্থাৎ মৌলবী শেখ আবদুর রহমান মিসরী সাহেবের এক আদালতী বর্ণনা এই রায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই বর্ণনা এত আক্ষেপজনক যে, তাহা আমি মুখে উচ্চারণ করাও পছন্দ করি না। ইহাতে কাদীয়ানের এরূপ ঘটনাবলী ও অবস্থার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা পাঠে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। এই সকল কথা এখন হাই কোর্টের রায়ে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সমস্ত দুনিয়ায় এখন তাহা প্রচারিত হইবে। যে কাদীয়ান একদা পুণ্য, উচ্চ নীতি ও সাধুতার জন্য সুবিখ্যাত ছিল, আজ তাহা কুখ্যার জন্য দুনিয়াতে মশ্‌হুর হইতেছে"। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব আরো বলেন যে, হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) দুনিয়াকে 'এল্‌ম' শিক্ষা দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি এক নূতন 'এলমুল-কালাম' সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কোরানকে সমস্ত জগতে প্রচারিত করিবার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কাদিয়ানে এখন আর কোন 'এল্‌ম' নাই। এখন প্রর্য্যন্ত তথা হইতে কোরানের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। মৌলবী সাহেব আরো বলেন যে, কাদীয়ানী জমাতের সমুদয় শক্তি এখন রাজনৈতিক বিষয়েই প্রযুক্ত হইতেছে। ইসলামের সংরক্ষণ ও প্রচারের কথা তাহারা ভুলিয়া যাইতেছে। (পয়গাম সুলেহ, ৩০ নবেম্বর দ্রষ্টব্য।)

মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের এই অভিযোগ ত্রয়ের উত্তরে হজরত আমিরুল-মোমেনীন বলেন:—

মৌলবী মোহম্মদ আলী সাহেবের মতানুসারে কোন শত্রু যখন কোন 'এতেরাজ' বা দোষারোপ করে এবং বিশেষতঃ সেই শত্রু যদি জমাত-ভুক্ত ব্যক্তি হয়, তবে নিশ্চয়ই সেই এতেরাজের মূলে কোন না কোন সত্য নিহিত থাকে; আর যদি হাইকোর্টের রায়ে সেই গালি সমূহের উল্লেখ হয়—তাহা উদ্ধৃত রূপেই হউক না কেন—তবে ত তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

ইহাই যদি হয় তবে মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞাস্য এই যে, যে সকল মোকদ্দমায় হজরত রসুল করীমের (সাঃ) সম্পর্কে ইসলাম অরিগণের গালি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং হাইকোর্টের রায়ে তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তিনি কি সেই সকল গালিকে সত্য বলিয়া মানিতে প্রস্তুত আছেন?...

অতএব মিস্‌রি সাহেবের কতিপয় গালি হাই-কোর্টের ফয়সলায় উদ্ধৃত হওয়ায় কি আসে যায়? মৌলবী সাহেবের স্মরণ রাখা উচিত যে, হজরত ইসা (আঃ), হজরত মূসা (আঃ) ও হজরত রসুল করীম (সাঃ) সম্পর্কেও এরূপ কথা বলা হইয়াছে; এবং যাহারা বলিয়াছে তাহারা নিজদিগকে 'মুরীদ' বা শিষ্য নামেই অভিহিত করিত। এই সকল মহাপুরুষগণের প্রতিই যখন তাঁহাদের 'মুরীদ' নামে অভিহিত ব্যক্তিগণ দোষারোপ করিয়াছে, তখন আমরা কি ছার! মৌলবী মোহম্মদ আলী সাহেব এবং তাহার খান্দান সম্বন্ধেও এরূপ কত কথা বলা হয়। প্রভেদ শুধু এই যে, তাহার সম্বন্ধে যখন এরূপ কোন কথা আমার নিকট পৌঁছে আমি তাহা চাপা দিয়া রাখি, আর আমার সম্বন্ধে যখন এরূপ কোন কথা তাহার নিকট পৌঁছে তখন তিনি আনন্দিত হইয়া তাহার প্রচারে লাগিয়া যান।

মৌলবী সাহেবকে আমি বলিয়া দিতেছি যে, তাহার এই রীতি যদি দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া চলিতে থাকে, তবে তাহার বিরুদ্ধেও তাহারই জমাতের কোন মিসরি সাহেবরূপী ব্যক্তির কথা আমাদের জমাতের কোন ব্যক্তি পুনরাবৃত্তি করিলে, আমাদের প্রতি যেন দোষারোপ করা না হয়। আমি কেবল ভদ্রতার খাতিরে আজ প্রায় বিশ বৎসর ব্যাপিয়া তাহার নিজের, তাহার খান্দানের এবং তাহার জমাতের বিরুদ্ধে যে সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি তাহা প্রকাশ করি নাই। কারণ, যাহা আমি নিজের বিরুদ্ধে অসঙ্গত মনে করি, তাহা অন্যের বিরুদ্ধে সঙ্গত মনে করিবার আমার কোন অধিকার নাই। ইসলামের শিক্ষাও তাহাই; হজরত রসুল করীমের (সাঃ) সুন্নতও তাহাই। অতএব এরূপ কথার প্রচার আমি নিজের জন্যও জায়েজ মনে করি না এবং তাহার জন্যও জায়েজ মনে করি না। কিন্তু যেহেতু তিনি আমার বিরুদ্ধে ক্রমাগত এরূপ কথার প্রচার করিয়া আসিতেছেন, অতএব তাহার বিরুদ্ধেও যদি আমাদের তরফ হইতে এরূপ কথার প্রচার হয় তবে যেন তিনি চীৎকার করিয়া না উঠেন।

মৌলবী সাহেবের দ্বিতীয় কথা এই যে, আমার শিষ্য এরূপ কথা বলিয়া থাকে। এস্থলেও মৌলবী সাহেব দেয়ানত-দারীর সহিত কথা বলেন নাই। কারণ মৌলবী সাহেব অবগত আছেন যে, মিসরি সাহেব আমার খেলাফতের মুন্‌কের বা অস্বীকারকারী।

মৌলবী সাহেবের তৃতীয় আপত্তি এই যে, আমরা ইসলাম প্রচারের কাজ করিতেছি না। তাহার একথার উত্তর এই যে, ভারতের বাহিরে তাহার একজন মোবাল্লেগের স্থলে আমাদের চল্লিশ জন মোবাল্লেগ কাজ করিতেছে।

বাকী রহিল কোরান মজীদের 'তর্জ্জমা' বা অনুবাদ প্রকাশের কথা। আমাদের অনুবাদ প্রকাশে অবশ্য বিলম্ব হইয়া গিয়াছে এবং তাহার কারণ মৌলবী শের আলী সাহেবের অসুস্থতা। আর অনুবাদ প্রকাশই আসল কাজ নয়। হজরত মসিহ্‌ মাউদও (আঃ) স্বয়ং অনুবাদ প্রকাশ করেন নাই। অবশ্য কোরানের 'এল্‌ম'-ই মূল বিষয় এবং এ সম্বন্ধে আমি পুনঃ পুনঃ মৌলবী সাহেবকে চেলেঞ্জ দিয়াছি এবং এখনও পুনরায় বলিতেছি যে, যদি তিনি কোরানের এল্‌মের দাবী করেন তবে আমার সাম্‌নে বসুন এবং 'তফ্‌সির' (কোরানের ব্যাখ্যা) লিখার কাজে আমার সহিত প্রতিযোগিতা করুন। কিন্তু কখনো তিনি এদিকে অগ্রসর হন নাই এবং আমার বিশ্বাস এখনো অগ্রসর হইবেন না। সর্ব্বদাই তিনি একথা সেকথা বলিয়া পরিহার করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। অথচ বিষয়টি অতি সোজা; লটারি দ্বারা একটি 'রুকু' বা 'সুরা' বাহির করতঃ উহার 'তফ্‌সির' তিনিও লিখুন এবং আমিও লিখি এবং পরে সেই 'তফ্‌সির, প্রকাশিত করিয়া দেওয়া হউক, যেন জগৎ নিজেই বুঝিয়া লইতে পারে, কোরানের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার কাহার প্রতি উন্মুক্ত হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ কোন সর্ত্তেরও আবশ্যক হয় না; কেবল শান্তি রক্ষার শর্ত্ত থাকিলেই চলে এবং উভয়ের তফ্‌সির একই পুস্তকে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলেই যথেষ্ট হয়। বরং এই কার্য্যের জন্য আমাদের একত্র বসিবারও কোন আবশ্যক হয় না। উভয় পক্ষের প্রতিনিধি একত্রিত হইয়া লটারি দ্বারা কোরানের এক অংশ নির্ব্বাচিত করিয়া তফ্‌সির লিখার জন্য সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেই হয়।

জাহেরী এল্‌ম তো মৌলবী সাহেবের আমার চেয়ে অধিক; তিনি এম-এ, আমি প্রাইমারি পাসও নই। মৌলবী সাহেবের এই প্রাধান্য আমি স্বীকার করি, তবে মতবিরোধ

কেবল 'এলাহী মদদ্' বা ঐশী সাহায্য সম্বন্ধে; আমি বলি খোদাতা'লা আমার সাহায্য করেন এবং তিনি বলেন তাহার সাহায্য করেন।

অতএব তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতঃ দেখিয়া লউন খোদাতা'লা কাহার সাহায্য করেন। যদি তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতঃ পূর্ব্ব পদ্ধতি পরিত্যাগ না করেন, তবে আমি তাহাকে জানাইয়া দিতেছি যে, তিনি কেবল খোদাতা'লাকে 'নারাজ' করিবার উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তিনি তাহার পূর্ব্ব পদ্ধতি পরিত্যাগ না করেন, তবে আল্লাহ্ তা'লা তাহার 'জিল্লতি' বা অপমানের বন্দোবস্ত করিবেন; তিনি আমার বিরুদ্ধে যাহা ইচ্ছা বলুন।

আমি জানি যে, মৌলবী সাহেবের দল সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এক সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের সহিত সন্ধি করিয়া আছে; আমি জানি মোসলমানদের এক বৃহৎ-সংখ্যক দল তাহার দলের সহিত সহানুভূতি রাখে এবং তিনি তাহাদিগকে মোসলমান বলিয়া বলিয়া খুশী রাখেন।

অতএব পার্থিব শক্তির দিক দিয়া অবশ্য তিনি আমাদের চেয়ে উপরে। কিন্তু আমাদের সহিত তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা পার্থিব শক্তির দিক দিয়া নয়। ইহা শরীরের যুদ্ধ নয় যাহাতে সংখ্যার গুরুত্ব থাকে। এখানে স্বর্গীয় সাহায্য ও স্বর্গীয় আক্রমণের প্রশ্ন।

মৌলবী সাহেব জ্ঞাত আছেন যে, আজ মিসরী সাহেব আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলেন ঐ সকল কথা তাহার দলের কতিপয় লোক হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) সম্পর্কেও বলিয়া থাকে। এই সকল কথাই যদি প্রমাণরূপে গ্রহণীয় হয় তবে ত তাহার হজরত মসিহ্ মাউদকেও (আঃ) ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। মৌলবী সাহেব ইহাও অবগত আছেন যে, **পূর্ব্ববর্ত্তী নবী, খলিফা এবং পাক-পবিত্র লোকগণ সম্বন্ধেও তাঁহাদের শত্রুগণ এরূপ কথা বলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের শত্রুগণ কৃতকার্য্য হয় নাই। তদ্রূপ এখনো জগৎ দেখিবে যে, আমার বিরুদ্ধাচরণ-কারিগণ কৃতকার্য্য হইবে না।** আমার বিরুদ্ধে এসব কথা বলা সত্ত্বেও খোদাতা'লা আমার দিকে লোককে আকৃষ্ট করিয়া আনিবেন এবং আমার যোগে ইন্‌শা-আল্লাহ্ দুনিয়ার চতুষ্কোণে আহমদীয়ত ও ইসলামের উন্নতি হইতে থাকিবে এবং শত্রুগণ ঈর্ষানলে জ্বলিতে থাকিবে।

অতঃপর হজরত খলিফাতুল-মসিহ্ সানি (আইঃ) পয়গামী-দের এক দিক দিয়া, মায়া-কান্না ও অপর দিক দিয়া গালি বর্ষণকারীদিগকে উৎসাহিত ও সাহায্য করার কথা প্রমাণ সহ উল্লেখ করিয়া বলেন :—

এরূপ সময়ও আসে যখন ক্ষমা করা সঙ্গত হয় না। অতএব আমাদের জন্যও এরূপ সময় উপস্থিত হইতে পারে, যখন ক্ষমা করা বা চুপ থাকা অসঙ্গত হইবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের কথাগুলি প্রকাশিত করিতে হইবে। যদি এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে তাহার জন্য পয়গামী জমাতই দায়ী হইবে এবং তখন কোন পয়গামীর আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত হইবে না, বরং নিজেদের আমীরের প্রতিই অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত হইবে। কারণ, তাহাদের আমীর সর্ব্বদাই এরূপ ভদ্রতা ও সভ্যতার সম্পূর্ণ বিরোধী পন্থা অবলম্বন করিতেছেন।

অতঃপর হজরত খলিফাতুল মসিহ নিজ শরাফত সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন :—

লাহোরের এক খ্যাতনামা হিন্দু নেতার কন্যা সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে বড়ই আন্দোলন হইয়া গিয়াছে যে, জনৈক ব্যক্তির সহিত তাহার চিঠি পত্রাদি ধরা পড়িয়াছে।

আল্‌ফজলের এডিটর আমার নিকট আসিয়া বলেন, "এই ব্যক্তি আমাদের সেলসেলার ভীষণ শত্রু; খোদাতা'লা এখন আমাদিগকে এক সুযোগ দিয়াছেন; তাহার মেয়ের পত্রাদি ধরা পড়িয়াছে; এখন আমরা এই ঘটনা আমাদের পত্রিকায় উল্লেখ করিতে পারি।" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "অবশ্য খোদাতা'লা তোমাদিগকে এক সুযোগ দিয়াছেন, কিন্তু খোদাতা'লা এই সুযোগ তোমাদিগকে 'শরাফত' বা ভদ্রতা প্রকাশের জন্য দিয়াছেন। তোমাদের উচিত যে, এক দুর্ব্বল নিঃসহায় বালিকার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে যে প্রপেগেণ্ডা করা হইতেছে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বল যে, এরূপ প্রপেগেণ্ডা নেহায়েতই হীন ও উচ্চ নীতির বিরোধী"। তদনুসারে আমাদের পত্রিকায় সাধারণ সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে এ সম্বন্ধে প্রটেষ্ট করা হইয়াছে।

শরীফ শরাফতের সহোয্যেই প্রতিশোধ নেয়। আমি পূর্ব্বেও কয়েক বার শুনাইয়াছি যে, এক সেনাধ্যক্ষ অধীনস্থ এক কর্ম্মচারীর প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া মাঝে মাঝে

তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন এবং এক দিন তাহাকে গালি দিয়া ফেলেন। সেই কর্ম্মচারী বড়ই আত্ম-মর্য্যাদাশীল যুবক ছিল। তাহার নিকট এই ব্যবহার বড়ই মন্দ বোধ হইল; কিন্তু উপরস্থ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারে না বলিয়া চুপ রহিল। কিছুকাল পরে সেই সেনাধ্যক্ষের প্রতি একটি পাহাড় জয় করিবার আদেশ হয়। বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা জয় করিতে অক্ষম হইয়া তিনি সমস্ত সৈন্যদলকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, "আজ আমার এবং তোমাদের সৈনিকোচিত গৌরব রক্ষার প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। আজ আমার এরূপ যুবকের আবশ্যক যাহারা প্রাণ দিতে এবং মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত"। যেহেতু সেই পাহাড় অধিকার করা এবং মৃত্যু বরণ করা একই কথা ছিল, তাই সেই সৈন্যাধ্যক্ষ কোন বাধ্যবাধকতার আদেশ না করিয়া বলিলেন, "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজকে পেশ করিতে ইচ্ছুক তিনিই অগ্রসর হউন।"

এই কথা শুনিয়া সেই যুবকই—যাহাকে তিনি গালি দিয়াছিলেন—অগ্রসর হইল। তাহার দেখাদেখি আরো যুবক অগ্রসর হইল। অতঃপর তাহারা পাহাড় আক্রমণ করিল। সেই যুবকটি তখন এরূপ বেপরওয়া হইয়া যুদ্ধ করিল যে, তাহার পক্ষ হইতে সে মৃত্যু বরণে একটুও কম করিল না। যেখানেই অধিক বিপদের আশঙ্কা ছিল সেখানেই সে যাইয়া লাফাইয়া পড়িত, ফলে যুদ্ধে জয় লাভ হইল। জয় লাভের পর সেই যুবক ফিরিয়া আসিলে সেনাধ্যক্ষ্য অগ্রসর হইয়া তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি।" কিন্তু তিনি আপন হাত আগে বাড়াইলে পর যুবক তাহার হাত পিছে নিয়া বলিল, "আপনি অমুক দিন আমাকে গালি দিয়াছিলেন, আমার হৃদয়ে সেই গালির অনুভূতি ছিল; অদ্য আমি এক শরীফ ব্যক্তির ন্যায় সেই গালির প্রতিশোধ নিলাম; কারণ আমার এই কোরবানীর ফলে আপনার নাম বিখ্যাত হইবে, আপনার পদোন্নতি ইহবে এবং সম্মানসূচক উপাধি লাভ হইবে"।

শরীফ ব্যক্তি এই রূপেই প্রতিশোধ নিয়া থাকে। কিন্তু যেমন আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, কখন কখন বিষয় যখন সীমার বাহিরে চলিয়া যায় তখন প্রত্যুত্তরও দিতে হয়। খৃষ্টানগণ সর্ব্বদা রসুল করীমের (সাঃ) উপর আক্রমণ করিতেছিল এবং মোসলমানগণ যেহেতু কোন প্রত্যুত্তর দিত না সে-জন্য তাহারা মনে করিত যে, ইসলামের প্রবর্ত্তকের মধ্যে কেবল দোষই দোষ; যদি কাহারো মধ্যে দোষ না থাকিয়া থাকে তবে তাহা তাহাদের এসুর মধ্যে।"

মোসলমানদের ভদ্রতার তাহারা উল্টা অর্থ গ্রহণ করিত; তাহারা মনে করিত যেহেতু তাহাদের গালির তাহারা কোন উত্তর দেয় না, ইহাতে বোধ হয় যে, তাহাদের গুরুর মধ্যে এই সকল দোষ রহিয়াছে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী—ক্রমাগত সাত আট শত বৎসর যাবৎ খৃষ্টানগণ গালি বর্ষণ করিতে থাকে এবং মোসলমানগণ ক্ষমা করিতে থাকে। অবশেষে হজরত মসিহ্ মাউদকে (আঃ) আল্লাহ্ তা'লা অনুমতি দিলেন —"এখন তুমিও একটু হাত দেখাও এবং তাহাদের মধ্যে কোন দোষ দৃষ্ট হয় কি না তাহা বলিয়া দাও।"

ফলতঃ হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এসুকে সম্বোধন করিয়া সেই সকল কথা লিখিতে লাগিলেন যাহা ইহুদিগণ তাহার সম্বন্ধে বলিত, অথবা স্বয়ং খৃষ্টানদেরই পুস্তকে লিপিবদ্ধ ছিল। এরূপ, দুই একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে না হইতেই সমস্ত খৃষ্টান জগতে চীৎকার আরম্ভ হইল যে, এই পদ্ধতি ভাল নয়। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিলেন, "একথাই আমরাও তোমাদিকে বলিয়াছিলাম যে, তোমাদের পদ্ধতি ভাল নয়। কিন্তু তোমরা আমাদের কথা বুঝিলে না; এখন তোমাদের উপর আঘাত পড়ায় তোমাদের 'হুশ' হইয়াছে এবং তোমরা বলিতেছ যে, এই পদ্ধতি ঠিক নয়।"

অতঃপর খৃষ্টানগণ আস্তে আস্তে তাহাদের পূর্ব্বাচরিত পন্থা ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে সাধারণতঃ ভারতে এখন আর খৃষ্টানদের পক্ষ হইতে পূর্ব্বের ন্যায় রসুল করীমের (সাঃ) প্রতি গালি-পূর্ণ পুস্তিকাদি প্রকাশিত হয় না। অবশ্য ইউরোপে এখনো ওয়েল্‌স্ বা ফিসারের ন্যায় লিখকগণ রসুল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে অসম্মান-সূচক কথা লিখিয়া ফেলে। ইহার কারণও এই যে, এখনো খৃষ্টানদের সেই ভাবে জওয়াব দেওয়া হয় নাই যেই ভাবে জওয়াব দিলে তাহাদের মুখ বন্ধ করা যায়। কিন্তু আমরা যদি ইউরোপে এইরূপ জওয়াব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি তবে পুনরায় খৃষ্টানগণ আমাদিগকে মিনতি করিতে আরম্ভ করিবে যে, এরূপ করিবেন না। আমার ইচ্ছা আছে যদি ইউরোপের খৃষ্টানগণ এই পদ্ধতি না ছাড়ে তবে ইংলণ্ডেও এরূপ জওয়াব দিবার জন্য আমাদের মোবাল্লেগকে আদেশ করিব। তখন তাহারা নিজেরাই বুঝিতে পারিবে, এই পদ্ধতি

কেমন শাস্তিকর! এখন সেখানকার গবর্ণমেণ্ট বলিয়া থাকে যে, তাহাদের নিকট ঈদৃশ লিখকদের বিরুদ্ধে কোন আইন নাই; কিন্তু আমরাও যখন এরূপ কথা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিব তখন দেখা যাইবে সেখানে কোন আইন তৈয়ার হয় কি না।

ফলতঃ অবস্থায় বাধ্য হইয়া অনেক সময় নিজ 'তরীকা' বা পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু অবস্থায় বাধ্য না হইলে আমরা আমাদের পূর্ব্বের পদ্ধতিই জারী রাখিয়া বলিব যে, এই সকল কথার মীমাংসা স্বয়ং খোদা করিবেন, আমাদের জওয়াব দেওয়ার কোন আবশ্যক নাই। অবশ্য ঐশী বিধান আমাদিগকে জওয়াব দিতে বলিলে আমরা জওয়াব দিতে বাধ্য হইব এবং তখন এই সকল লোক হাত জোড় করিয়া বলিবে "এরূপ করিবেন না"।

জীবন ওয়াক্‌ফ্‌ করিবার আহ্বান

আমাকে বাধ্য হইয়া আজকে এ সকল কথা বলিতে হইয়াছে, নতুবা আজকাল আমি তাহরিক-জদীদের খোৎবা নিয়াই ব্যস্ত আছি এবং অদ্যও তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। যদিও সময় অধিক হইয়া গিয়াছে তথাপি দু'চার মিনিটে এক গুরু বিষয়ের প্রতি আমি জমাতের বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। আমি বলিয়াছি যে, ভারতের বাহিরে ইসলাম প্রচারের জন্য এবং এদেশেও আল্লাহ্‌তা'লার নাম গৌরবান্বিত করিবার জন্য এবং সেলসেলার কাজ মজবুতির সহিত চালাইবার জন্য এরূপ যুবকের আবশ্যক যাহারা নিজ জীবন ধর্ম্ম-সেবায় জন্য উৎসর্গ করে।

আমি প্রথম হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে, তাহরিক-জদীদের কার্য্য বিস্তারের জন্য আমাদের হাতে টাকা নাই। জমাতের সকল লোক যদি তাহাদের সমস্ত ধন দিয়া দেয় তবু আমাদের বর্ত্তমান কাজের জন্য আবশ্যকীয় টাকা আমরা পাইব না। যদি আমাদের যুবকগণ জীবন 'ওয়াক্‌ফ্‌' করতঃ অল্প জীবীকা নিয়া কাজ করে তবেই আমাদের কাজ চলিতে পারে। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মোবাল্লেগ যদি উচ্চ স্তরের জ্ঞান না রাখে, তবে তবলীগে সেরূপ কাজ হয় না। অতএব আমাদের মোবাল্লেগদিগকে ধর্ম্ম-বিষয়ক এবং পার্থিব উভয় প্রকারের জ্ঞানই শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক যেন বিদেশে প্রচারে বাহির হইলে তাহার পথে কোন বাধা না জন্মে।

সুতরাং প্রত্যেক যুবককে দুই তিন বৎসর শিক্ষা দিয়া কাজে লাগান হইবে। দেড় বা দুই বৎসর ত কাদীয়ানে ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষায়ই অতিবাহিত হইয়া যাইবে। আর দেড় বা দুই বৎসর তাহাদিগকে বাহিরের কোন দেশে ইংরাজী বা আরবী শিক্ষা দেওয়াইতে হইবে। তৎপর তাহারা কোথাও যাইয়া কাজ করিবার যোগ্য হইবে। অতএব এই কার্য্যের জন্য আজ হইতেই প্রস্তুতি আবশ্যক।

আমি বলিয়াছিলাম যে, বর্ত্তমানে আমাদের নিকট বার জন যুবক আছে—যাহারা হয়তঃ ইংরাজীর গ্রাজুয়েট, কিম্বা আরবীর গ্রাজুয়েট; কিন্তু এখনো আরো অনেক যুবকের আবশ্যক—পূর্ব্বের কাজ আরম্ভ করিবার জন্য এবং ভবিষ্যতে কাজকে আরো প্রসারিত করিবার জন্য।

অতএব আমি অদ্য আমাদের জমাতের যুবকগণকে আহ্বান করিতেছি যে, তাহারা সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়া তাহাদের সেই জুশের পরিচয় দেওক যাহার অভিব্যক্তি তাহারা এই বলিয়া করিয়া থাকে যে, "আমরা আমাদের প্রাণ আহমদীয়তের গৌরব রক্ষার্থ কোরবাণ করিতে প্রস্তুত"। আজকাল ইসলামের জন্য তরবারী বা বন্দুক ধারণ করতঃ যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দান করিবার আবশ্যক নাই; বরং আজকাল প্রাণ কোরবাণ করিবার মাত্র এই উপায় যে, যুবকগণ তাহাদের সম্পূর্ণ জীবন আল্লাহতা'লার বাণীর মর্য্যাদা উচ্চ করিবার জন্য অতিবাহিত করিয়া দেয়।

আমাদের জমাতের যুবকগণ যদি তাহাদের জীবন ধর্ম্মের খেদমতের জন্য 'ওয়াক্‌ফ্‌' করিয়া দেয় তবে তাহারা শত্রুগণকেও বলিতে পারিবে, "তোমরা ত বলিয়া থাক এই জমাত খারাপ হইয়া গিয়াছে, এই জমাতে কোন কোরবাণীর স্পৃহা নাই; ইহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে গাফেল ও উদসীন হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে আমরা যাহারা নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘণ্টা খোদতা'লার ধর্ম্মের উন্নতির জন্য 'ওয়াক্‌ফ্‌' করিয়া দিতেছি, আমরা কোথা হইতে সৃষ্টি হইলাম?"

ইহাই দুশমনদের কথার সর্ব্বোত্তম জওয়াব হইবে যাহা আমাদের যুবকগণ নিজেদের 'আমল' বা কর্ম্মজীবন দ্বারা দিতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, এই 'ওয়াক্‌ফের' শর্ত্ত তাহাই যাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ কেহ এমনি নাম পেশ করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় অসুবিধা বা শর্ত্তও লিখিয়া দেয়। ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত পদ্ধতি। আমাদের

পক্ষ হইতে যে সকল শর্ত্ত করা হইয়াছে তাহা মুদ্রিত আকারে বিদ্যমান আছে। তাহা দেখিয়া এবং তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া যদি কেহ প্রস্তুত হয় তবে সে আমাদের দিকে আসিতে পারে। এম্‌নি নাম পেশ করিয়া দিয়া 'ওজর' পেশ করিতে থাকা মোমেনোচিত পদ্ধতি নয়; বরং এরূপ ভাবে নিজকে পেশ করা গোনাহ্‌ কারণ বটে। কেননা, ইহাতে বুঝা যায় যে, সে বৃথা নাম চায়।

আমি বলিয়া দিয়াছি যে, এখন কয়েকবার কেবল এরূপ লোকই নেওয়া হইবে, যাহারা হয়তঃ ইংরাজীর গ্রাজুয়েট, কিম্বা আরবীর গ্রাজুয়েট। যদি কোন যুবক শিক্ষার এরূপ স্তরে আসিয়া থাকে যে, শীঘ্রই অবসর হইবে তবে সেও নিজকে পেশ করিতে পারে, অবশ্য তাহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত তখনই করা হইবে যখন সে শিক্ষা হইতে মুক্ত হইবে। যথা—যদি কোন যুবক বি-এ পরীক্ষার্থী হয়, বা ওকালতী বা ডাক্তারীর জন্য তৈয়ারী করিতেছে, তবে সে-ও নিজকে 'ওয়াক্‌ফ্‌' করিতে পারে, তাহার বাকী শিক্ষা-জীবনে আমরাও বুঝিতে পারিব আমরা তাহাকে নিতে পারি কি না এবং সে নিজেও জানিতে পারিবে সে পরীক্ষায় পাশ হয় কি না।

বর্ত্তমানে চাকরী লাভ করা বড়ই মুস্কিল হইয়া গিয়াছে। যদি বা মিলে তবে বেতন এত কম যে, তদ্বারা জীবীকা নির্ব্বাহ হওয়া মুস্কিল। অতএব শিক্ষা হইতে অবসর হওয়ার পর যদি মানুষকে ঘরে বসিয়াই খাইতে হয়, তবে কেন সে নিজকে খোদাতা'লার দ্বীনের খেদমতের জন্য 'ওয়াক্‌ফ্‌' করে না এবং একথা মনে করে না যে, ঘরে বেকার বসিয়া থাকার চেয়ে ধর্ম্মের খেদমত করিয়া রসুল করীম (সাঃ) ও হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) সন্তোষ অর্জ্জন করা এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণের দোয়া পাওয়া কোটি গুণে শ্রেয়; উহা কত বড় সম্মান যাহা সে লাভ করিতে পারে! কিন্তু তথাপি কতিপয় লোক ঘরে বসিয়া মাছি মারিতে থাকিবে এবং প্রত্যহ সংবাদপত্র দেখিতে থাকিবে কোন চাকরীর নোটিশ আছে কি না। যদি কোন নোটিশ দৃষ্ট হয় তবে তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত পাঠাইয়া দিবে। কয়েক দিন পর জওয়াব আসিবে, "জায়গা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিম্বা আমাদের যেরূপ গুণের লোকের দরকার তোমার মধ্যে তাহা নাই। অথবা ইন্টারভিউর জন্য আস, কিন্তু আসা যাওয়ার খরচ তোমার হইবে"। এই পনর বিশ টাকা খরচ করিয়া সেখানে পৌছিয়া দেখিবে যে, তথায় চারি পাঁচ শত প্রার্থী, যাহারা তাহার চেয়ে অধিকতর গুণ সম্পন্ন এবং যাহাদের তুলনায় সে উটের দলে বিড়াল স্বরূপ। অতঃপর তথা হইতে অকৃতকার্য্য হইয়া ঘরে ফিরিবে, পিতামাতা গালি দিবে, 'বেহায়া, আমরা আশা করিয়াছিলাম তুই আমাদিগকে সাহায্য করিবে, কিন্তু তুই উল্টা আমাদের দশ পনর টাকার ঋণ বাড়াইয়া দিলে"।

আজকাল যুবকগণের সাধারণতঃ এই অবস্থা। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও কেন তাহারা একথা ভাবে না যে, খোদাতা'লা যখন আমাদিগকে এরূপ এক জমাতে পয়দা করিয়াছেন যাহা দ্বীনের খেদমতের জন্য দাড়াইয়াছে, তখন আমরা নিজকে দ্বীনের খেদমতের জন্য 'ওয়াক্‌ফ্‌ করিয়া দিয়া আল্লাহ্‌তা'লার সন্তোষ লাভের সম্মান লাভ করি না কেন, যাহা অপেক্ষা অধিকতর বড় সম্মান আর কিছুই নহে।

কিন্তু আমরা তদ্রূপ লোকই নিব যাহারা পূর্ণরূপে আমাদের ষ্টাণ্ডার্ড অনুযায়ী হইবে এবং যাহাদের সম্বন্ধে আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস হইবে যে, তাহাদের দ্বারা আমাদের কাজ হইবে। কেহ হয়তঃ পরিশ্রমী হইবে না, কেহ হয়তঃ উত্তম বক্তৃতা করিতে পারিবে না, কাহারো মধ্যে হয়তো দ্বীনের জন্য ভালবাসা ও আন্তরিকতার অভাব হইবে, কেহ হয়তঃ সত্যবাদীতার ষ্টাণ্ডার্ডে পূর্ণভাবে টিকিবে না, কেহ হয়তঃ জ্ঞানে উন্নতি করিবার যোগ্যতা রাখিবে না।

অতএব যে সকল যুবক নিজদিগকে পেশ করিবে তাহাদের মধ্য হইতে আমরা উপযুক্ত যুবককে নির্ব্বাচিত করিব। যাহা হউক, যাহারা নিজদিগকে পেশ করিবে তাহাদের মধ্য হইতেই নির্ব্বাচিত করিব; যাহারা নিজদিগকে পেশই করিবে না, তাহাদের নির্ব্বাচন আমরা কেমন করিয়া করিব?

অতএব আমি অদ্যকার খোতবা দ্বারা পুনরায় ঘোষণা করিতেছি যে, যাহারা গ্রাজুয়েট বা মৌলবী-ফাজেল, বা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে তাহারা নিজদিগকে পেশ করুক, যেন আমরা নির্ব্বাচন করিয়া সেই সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারি যাহা এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পূর্ণ করা আমার ইচ্ছা।

যদি এরূপ যুবক আমরা শীঘ্র শীঘ্র পাই তবে তাহারা বর্ত্তমান যুবকদের সঙ্গে সঙ্গেই 'তালীম' বা ট্রেনিং হইতে মুক্ত হইবে। যদিও ৯ মাস যাবৎ তাহাদের পড়া আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি এই নয় মাসের পড়ার অভাব পূর্ণ করা তাহাদের পক্ষে বেশী কঠিন হইবে

না। তাহারা যদি মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে কাজ করে, তবে আশা করা যায় এই অভাব অতি শীঘ্রই পূর্ণ করিয়া লইতে পারিবে। ইহাতে আমাদেরও কাজের সুবিধা হইবে। আমাদের জন্য দুইবার স্কুল খুলিতে হইবে না এবং দুইবার তাহাদের শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে না। কিন্তু যদি শীঘ্র শীঘ্র এই সংখ্যা পূর্ণ না হয় তবে তাহাদের ট্রেনিং আরো দুই বৎসর পিছে পড়িয়া যাইবে এবং কাজে বিলম্ব ঘটিবে।

আমি আশা করি প্রথম বারের যুবকগণ যেমন সাহসের সহিত নিজদিগকে পেশ করিয়াছিল, তদ্রূপ ভাবে আরো যুবক নিজদিগকে পেশ করিবে। আমার প্রথম এলানের পর এ পর্য্যন্ত পাঁচ সাতটি দরখাস্ত পৌছিয়াছে। কিন্তু এই সংখ্যা যথেষ্ট নয়; এবং নির্ব্বাচনের জন্য ত এতদপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক যুবকের আবশ্যক।

অতএব বন্ধুগণ নিজদিগকে পেশ করুন এবং বিনা সর্ত্তে নিজ জীবন উৎসর্গ করুন। যে ব্যক্তি সর্ত্ত সহ 'ওয়াক্‌ফ্‌' করে তাহার 'ওয়াক্‌ফ্‌' বৃথা। এই ওয়াক্‌ফ্‌ সারা জীবনের জন্য হইবে এবং ওয়াক্‌ফ্‌কারিগণের পিছে হটিবার অধিকার থাকিবে না। অবশ্য আমাদের এই অধিকার থাকিবে যে, আমরা প্রথম ভাগেই 'রদ্‌' করিয়া দিতে পারিব, কিম্বা কার্য্যের গতি মধ্যেও অবসর করিয়া দিতে পারিব।

এই যুবকদিগকে আমরা প্রথমত ধর্ম্ম বিষয় শিক্ষা দিব এবং প্রকৃত ইসলামী সমাজ-নীতি ও সভ্যতা শিক্ষা দিব। অতপর তাহাদিগকে পার্থিব বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াইব। তৎপর আমরা তাহাদিগ হইতে আশা করিব যে, তাহারা তাহাদের জীবন ইসলাম ও আহমদীয়তের প্রচার, মানব জাতীর প্রতি সহানুভূতি এবং আহমদীয়া সিলসিলার উন্নতির জন্য উৎসর্গ করিবে, আমরা এরূপ যুবক চাই না যাহারা রাজ্য লোভী, আমাদের বরং এরূপ যুবকের আবশ্যক যাহারা প্রকৃত পক্ষে দরিদ্রের সেবা এবং নিজ সিলসিলার খেদমতের জন্য প্রস্তুত হইবে।

এই ওয়াক্‌ফ্‌কারিগণ দ্বারা আমি এরূপ জমাত গঠন করিতে চাই না যাহা 'আফ্‌সার' বা পদমর্য্যাদাশীল ব্যক্তির জমাত হইবে। বরং এরূপ জমাত তৈয়ার করিতে চাই যাহার প্রত্যেক ব্যক্তির এই অনুভূতি থাকিবে যে, তাহাকে বিশেষ ভাবে আহমদীয়া জমাত এবং সাধারণভাবে মানব জাতির সেবা করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত এইরূপ কর্ম্মী আমরা না পাইব, সে পর্য্যন্ত সেই 'তামাদ্দুন, বা সমাজ-নীতি ও সভ্যতা সৃষ্টি হইতে পারে না যাহা রসুল করীম (সাঃ) নিজ যুগে কায়েম করিয়াছিলেন এবং যাহা কায়েম করিবার জন্য তিনি শিক্ষা দিয়াছেন।

হাঁ, স্মরণ রাখিও, যে ব্যক্তি খোদাতা'লার জন্য অপমান বরণ করে সে অনেক অধিক সম্মান অর্জ্জন করে। তোমাদের কেহ যেন একথা মনে না করে যে, সে খোদাতা'লার দ্বীনের জন্য নিজকে উৎসর্গ করিয়া নিজকে এবং নিজ বংশকে লোক চক্ষে হেয় করিবে। সেই ব্যক্তিই ঘৃণ্য যাহার অন্তরে দুইজনের রাজত্ব— অর্দ্ধেক খোদার এবং অর্দ্ধেক শয়তানের। এরূপ লোক কখন কখন অপমানিত হয়। কিন্তু যাহার হৃদয়ে কেবল খোদাতা'লারই রাজত্ব বিরাজমান সে কখনো অপমানিত হয় না। কেহ কেহ বলিয়া থাকে, গরীব লোকের সম্মান নাই। অবশ্য দুনিয়াতে গরীবের কদর নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাতা'লার জন্য গরীব হয় তাহার গরীব হওয়া সত্ত্বেও সম্মান হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুধারা চাল চলে সে কখন সম্মানিত হয়, কখন অপমানিত হয়।

একবার ভাবিয়া দেখ হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) কোন্ আমীর বা ধনী ছিলেন। হজরত খলিফাতুল মসিহর (রাঃ) এত সাদাসিদে পোষাক হইত যে, তাঁহার কোন সীমাই নাই। কিন্তু তথাপি বড় বড় লোক তাঁহার সম্মান করিতেন। তদ্রূপ পার্থিব দিক দিয়া আমারও কোন সম্পদ নাই, কিন্তু দুনিয়াতে কে আছে যে আমাকে হেয় মনে করিতে পারে? যে কোন বিদ্যায় বিশারত ব্যক্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

ফলতঃ সম্মানের বিভিন্ন কারণ আছে। কখনো ধনৈশ্বর্য্যের কারণে সম্মান হয়, কখনো বিদ্যার কারণে হয়, কখনো তত্ত্বজ্ঞানের কারণে হয়। ঐশ্বর্য্য আমাদের নাই; কিন্তু খোদাতা'লার ফজলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমাদের বহু আছে। আমাদের নিকট যখন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি আসেন তখন তিনি কোন পার্থিব ধনের জন্য আসেন না, বরং আধ্যাত্মিক ধনের জন্য আসেন। কোন নওয়াব আসিলেও এই উদ্দেশ্যেই আসেন এবং আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে এই ধন আমাদের অনেক আছে। কোন 'আলেম' বা বিজ্ঞ ব্যক্তি আসিলেও তিনি "এলম" বা জ্ঞান বিষয়ক উন্নতির জন্যই আসিবেন এবং আল্লাহতালা এই ধন আমাদিগকে বহু দিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমরা কখনও কাহারো দ্বারে যাই না।

অতএব তোমরা যদি কাহারো দ্বারে না যাও এবং তোমাদের নিকট ঐশ্বর্য্যও না থাকে, তবে যে ব্যক্তিই তোমাদের নিকট

আসিবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্যই আসিবে এবং জ্ঞান লাভের জন্য আসিলে নিশ্চয়ই বাধ্য হইয়া সম্মানও করিবে।

কথিত আছে, ডিউজনিস্ নামে এক ফিলোসোফার ছিলেন; আলেকজান্দার তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতে চাহিলে লোকেরা বলিল, "তিনি কর্কশ মেজাজের লোক, হয়ত আপনার কোন অসম্মান করিয়া বসিবে।" আলেকজান্দার বলিলেন, "ক্ষতি কি, আমি ত তাঁহার নিকট সম্মানের জন্য যাইতেছি না, তাঁহার নিকট হইতে কিছু জ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য যাইতে চাই।" ফলতঃ তিনি গেলেন! ডিউজনিস তখন নিজ বাড়ীর প্রাঙ্গনে শায়িত ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি একজন সংসার ত্যাগী সাধু ছিলেন। আলেকজান্দার তাঁহার নিকট দাড়াইা রহিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতি মুখ ফিরাইয়াও চাহিলেন না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আলেকজান্দার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কিছু সেবা করিবার আছে কি?" ডিউজনিস তখন রোদ সেবন করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি রোদ সেবন করিতেছিলাম, আপনি আসিয়া রোদ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আপনার এতটুকু সেবাই যথেষ্ট যে, আপনি আমার সম্মুখ হইতে সড়িয়া আমাকে রোদ সেবন করিতে দিন।' আলেকজান্দার তাঁহার এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিলেন।

অতএব, দেখ, এই ফিলোসোফার সংসারত্যাগী ছিলেন বলিয়া আলেকজান্দারের ন্যায় বাদশাহ তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইলেন।

অতএব সেই ব্যক্তিই অপদস্থ হয়, যাহার হৃদয়ে কিছু না কিছু সংসারের 'মহব্বত' থাকিয়া যায়। সংসার-প্রেমই মানুষের অশ্রদ্ধার কারণ হয়। হৃদয় হইতে এই সংসার-প্রেম দূরীভূত করিয়া দিলে, দেহে বস্ত্র না থাকিলেও কেহ অপদস্থ মনে করিতে পারে না।

অতএব তোমরা একথা মনে করিও না যে, পার্থিব ধন না থাকাতে তোমরা অপদস্থ হইবে। অপদস্থ সেই ব্যক্তিই হয় যে অর্দ্ধেক খোদার এবং অর্দ্ধেক শয়তানের—এক দিক দিয়া খোদার প্রতি মহব্বতের দাবী করে, অপর দিক দিয়া বান্দার নিকট হাত বাড়াইয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়ার 'মহব্বত' হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া দিয়া বলে,—"যদি আমার বাদশাহাত লাভ হয় তবে আমি বাদ্‌শাহাতই গ্রহণ করিব, আর যদি ফকিরী মিলে তবে ফকিরীই বরণ করিব, সিংহাসন পাইলে সিংহাসনেই বসিব, আর ফাঁসি কাষ্ঠ মিলিলে ফাঁসি কাষ্ঠেই ঝুলিব"—এরূপ ব্যক্তিকে কেহই অপদস্থ মনে করিতে পারে না। সে নিজে কাহারো নিকট কোন স্বার্থের উদ্দেশ্যে যাইবে না এবং যে, ব্যক্তিই তাহার নিকট আসিবে কোন জ্ঞান লাভের জন্যই আসিবে এবং সে প্রকৃত মোমেন হইলে এই জ্ঞান ভাণ্ডার তাহার নিকট অফুরন্ত থাকিবে।

অতএব ধর্ম্মের খেদমত এবং খোদাতা'লার মহব্বতেই যাবতীয় সম্মান, অবশ্য যদি হৃদয় হইতে সংসারের প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া খোদাতা'লার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। বস্তুতঃ এরূপ ব্যক্তির ওয়াক্‌ফ্‌ই প্রকৃত 'ওয়াক্‌ফ্'।

অতএব আমি অদ্য পুনরায় আমাদের জমাতের যুবকগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা দ্বীনের খেদমতের জন্য জীবন উৎসর্গ কর এবং নিজেদের কর্ম্ম দ্বারা শত্রুগণকে এই উত্তর দাও যে, তোমরা খোদাতা'লার ফজলে দ্বীনের খেদমতের জন্য তাহাদের চেয়ে সহস্রগুণে অধিক অগ্রসর। এখনই আমাদের জমাতের যে সকল যুবক দ্বীনের খেদমতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে যদি তাহাদের সহিত মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব—যিনি দাবী করে যে তাহার জমাত দিবারাত্র ইসলাম প্রচারে রত,—আপন জমাতের যুবকগণের তুলনা করেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমানে কোন্ জমাত ইসলামের খেদমত করিতেছে, কোন্ জমাতে ইসলামের খেদমতের জন্য ব্যাকুলতা ও আগ্রহ আছে। যদি তাঁহার সাহস থাকে তবে তিনি বলুন, তাঁহার জমাতের কয় জন গ্রাজুয়েট এবং মৌলবী-ফাজেল আমাদের জমাতের যুবকদের ন্যায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি এই দিক দিয়াও আমাদের জমাতের 'মোকাবেলা' করিতে পারিবেন না। কিন্তু যতটুকু কাজ আমাদের হইয়াছে তদপেক্ষাও অধিকতর মহান আদর্শ আমাদের প্রদর্শন করা উচিত।

সুতরাং আমি পুনরায় জমাতের যুবকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি এবং আশা রাখি যে, তাহারা তাহাদের 'শান্‌দার' বা গৌরবময় কোরবানী দ্বারা প্রমাণ করিবে যে, আমাদের জমাত ধর্ম্মকে দুনিয়ার উপর স্থান দেয় এবং যে বল যে, এই জমাতে ধর্ম্ম-নিষ্ঠা নাই, সে মিথ্যুক। বর্ত্তমানে দুনিয়ার বুকে যদি কোন জমাত 'তাক্‌ওয়া' বা ধর্ম্ম নিষ্ঠার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকে তবে কেবল আমাদের জমাতই।

মহানবী হজরত মোহাম্মদ

[মিস পুণ্য-লেখা চক্রবর্ত্তী বি-এ]

(বিগত ১১--১২--৩৮ইং কলিকাতার নবীদিবস সভা উপলক্ষে আল-বার্ট হলে পঠিত হয়)

যে প্রেমময় সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎ-স্বামী এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তাঁহার সৃষ্ট নরনারীকে ভালবাসিয়া এই বিশ্ব নানারূপ শোভা, সম্পদ ও আনন্দে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে মানুষ তাঁহার রচিত এই বিশ্ব দেখিতে শিখিয়াছে, সে দেখে চতুর্দ্দিকে কত আনন্দের উৎস নিত্য উৎসারিত হইতেছে। সে দেখে,

"আনন্দ কুসুম বাসে আনন্দ সুধাংশু হাসে
আনন্দ সমীরে প্রবাহিত"

কিন্তু শুধু বাহিরের শোভাসম্পদ দেখিয়াই মানবের মন তৃপ্ত হয় না, তাঁহার অন্তরের উচ্চতর বৃত্তি সমূহের ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য আরও কিছুর প্রয়োজন হয়। দয়াময় প্রভু তাহা বুঝিয়া সহস্র সহস্র নরনারীকে আশা, আনন্দ ও শান্তনার বাণী শুনাইবার জন্য তাঁহার প্রিয় পুত্রকন্যাগণকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। সাধুসঙ্গ নামে সেই পুণ্যধামে শ্রান্ত নরনারী বিশ্রাম করিয়া, পথভ্রান্ত সুনির্দ্দিষ্ট পথ লাভ করিয়া কতই না উপকৃত হয়। সমগ্র জগতের ইতিহাসে যে অল্প কয়েকটী সাধু জন্মগ্রহণ করিয়া, আপনাদিকে উৎর্গ করিয়া পৃথিবীর সহস্র কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন হজরত মোহম্মদ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

সাধারণতঃ দেখিতে পাই কোন কোন দেশ বা জাতির অবস্থা যখন অত্যন্ত শোচনীয় হয় তখনই এক এক জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সেই অধঃপতিত দেশ বা জাতির উদ্ধার সাধন করেন। মহর্ষি ঈশার জন্মসময়ে ইহুদীদিগের মধ্যে ধর্ম্মের কি ঘোর অধঃপতন হইয়াছিল। সেই অবনত জাতিকে উদ্ধার করিতে তাঁহাকে ক্রুশ বিদ্ধ হইতে হইয়াছিল। নিখিল ভারত যখন অধর্ম্ম, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবৃত ছিল তখনই প্রদীপ্ত পাবকশিখারতুল্য রাজর্ষি রামমোহন এই মৃতদেশের উদ্ধারকল্পে জন্ম গ্রহণ করেন। হজরত মোহম্মদের পুণ্য জন্মগ্রহণ সময়ে আরবের অবর্ণনীয় শোচনীয় দুরবস্থার কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। তখন আরববাসী পশুরও অধম জীবন যাপন করিত। ধর্ম্ম, নীতি, পবিত্রতা প্রভৃতি দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছিল। সেই ব্যাভিচার মত্ত জাতির মধ্যে মোহম্মদ কি আনন্দ ও আশার বাণী লইয়া আসিলেন। তিনি আরববাসীকে বুঝাইলেন, মানুষ সকলেই সেই এক অদ্বিতীয় পরম পিতার সন্তান এবং পরস্পরে এক প্রেমের সম্বন্ধে আবদ্ধ। তিনি তাহাদিগকে বুঝাইলেন ভোগ পুষ্পে পুষ্পে মত্ত মধুকরের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের সুখ-মধু অন্বেষণের জন্য মানুষ এ পৃথিবীতে আসে নাই। পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহার সৃষ্ট নরনারীকে অকাতরে প্রেম বিলাইয়া অনাথ দুর্ব্বলের ভার আপনি বহন করিয়া, ঈশ্বরের প্রদত্ত সদ্‌গুণরাজি বিকশিত করিয়া, আপনার জীবন সুন্দর ও সার্থক করিয়া তুলিবার জন্যই মানুষ এই অপূর্ব মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছে। কবির ভাষায় তাহার সঙ্কল্প ছিল—

"সত্যের হইব অনুচর,
দুষ্কৃতি, অনৈক্য, অত্যাচার
মিছা মান, মিছা অপমান,
দেখিব না, রাখিব না আর।
পীড়িতের ঘুচাইব ভার
প্রতিষ্ঠিব ন্যায় সিংহাসন,
পতিতের করিতে উদ্ধার
উৎসর্গ করিব তনুমন।"

হজরতের পত্নী খাদিজা একসময়ে তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "তুমি আত্মীয়দের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাও, দুর্ব্বলের বোঝা বহন কর, তোমার সাধু আচরণের তুলনা দেখা যায় না, তুমি অভ্যাগতের সমাদর কর ও সৎকার্য্যে সকল বিঘ্নের সম্মুখীন হও।" এই একটী উক্তি হইতেই হজরতের উন্নত নৈতিক চরিত্রের আভাষ আমরা লাভ করি। যিনি দুর্ব্বলের বোঝা স্বয়ং বহন করেন ও সৎকার্য্যে সকল বিঘ্নের সম্মুখীন হন তাঁহার ন্যায় মহৎ এই পৃথিবীতে কয়জন আছেন?

হজরতের সমগ্র জীবনে আমরা জলন্ত বিশ্বাস ও অতুলনীয় মানব প্রেম দেখিতে পাই। ঈশ্বরের করুণায় ও সর্ব্বব্যাপিত্বে

কি অসাধারণ বিশ্বাস থাকিলে মানুষ ঘাতকের উন্মুক্ত তরবারির সম্মুখে বলিতে পারে "খোদাই আমার রক্ষক"! চতুর্দ্দিকে শত্রু প্রাণ সংহারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ঘুরিতেছে সেই অবস্থায় হজরত ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া অচল অটল ভাবে থাকিয়া বন্ধুকে শান্তনা দিয়াছেন, "ব্যাকুল হইও না, আল্লাহ্‌ অবশ্যই আমাদের সঙ্গে আছেন।" ঈশ্বর সর্ব্বদাই মানবের সঙ্গে থাকেন, তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি একপদ দূরেও গমন করেন না। কিন্তু জীবনের প্রতি অবস্থায়, ঘোর বিপদের সম্মুখে তাঁহার কয়জন সন্তান তাঁহাকে এইরূপ জীবন্ত, জাগ্রত, চিরসহায়রূপে অনুভব করিতে পারেন? তাঁহার সুসন্তান হজরত মোহম্মদ তাহা পারিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তিনি জগৎপুজ্য।

প্রেম ছিল মোহম্মদের জীবনের মূলমন্ত্র। চিরশত্রুকেও তিনি প্রেমের বলে পরম সুহৃদে পরিণত করিয়াছিলেন। বিশ্বপিতা স্বয়ং প্রেমময়। মানবের ভিতর তিনি তাঁহার প্রেমের বিন্দু দিয়া তাহাকে সৃজন করিয়াছেন। জনক-জননীর প্রেম, ভ্রাতাভগিণীর প্রেম, সেই অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। শৈশবে পিতামাতাকে ভালবাসিয়া, কৈশোরে ভ্রাতাভগিণীকে ভালবাসিয়া, যৌবনে আত্মীয় স্বজনকে ভালবাসিয়া ক্রমশঃ মানবের প্রেম প্রসারিত হয়। পরিবার পরিজন হইতে সেই প্রেম তখন সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে প্রেম নির্ঝারিণী যখন আরও বেগে প্রবাহিত হয়, তখন মানব এই বিশ্বকে ভালবাসিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে না। তাই সে বলে,

"পিতা মাতা, পত্নী পুত্র
অনন্ত এ মহাবিশ্ব
এই প্রেম তৃপ্তি নাহি পায়,
অনন্ত এ বিশ্ব ছাড়ি কি খেলো অনন্ত আছে,
প্রেমসিন্ধু সেই দিকে ধায়।"

মোহম্মদের প্রেম তাই পাত্র অপাত্র বিচার করিতে পারে নাই। সেই প্রেমধারা, পত্নী, পুত্রকন্যা, আত্মীয়বন্ধু, দীন দুঃখী, শত্রু মিত্র সকলের প্রতিই সমভাবে বর্ষিত হইয়াছিল। যে প্রেমের বলে জীশুখৃষ্ট ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়াও শত্রুর মঙ্গলের জন্য ভগবানে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, যে প্রেমবলে চৈতন্য রক্তাক্ত দেহে প্রহারকারীকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সেই প্রেমবলে মোহম্মদ ঘোরতর নির্য্যাতনকারী শত্রুকেও অকাতরে ক্ষমা করিয়াছেন।

মোহম্মদের জীবনের সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল তিনি নির্জ্জনে বিশ্বস্রষ্টাকে ডাকিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি যখন নামাজ পড়িতেন তখন লোক ব্যাকুল হইয়া পড়িত। তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে তিনি সমগ্র অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্ত হইতে হইলে, তাঁহার অনুচর হইতে হইলে এইরূপে জগৎ-পিতাকে ডাকিতে হইবে। ধনীদরিদ্র ভুলিয়া সকলকে সেই ডাক শুনাইতে হইবে। মুসলমানগণ যদি আজ তাঁহাদিগের প্রেরিত মহাপুরুষকে স্মরণ করিয়া, হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ দূর করিয়া সকলকে প্রেমালিঙ্গন দান করিতে পারেন, 'ইস্‌লাম অর্থই' শান্তি ইহা মনে রাখিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র চিন্তা ত্যাগ করিয়া সমগ্র জাতির কল্যাণের জন্য আপনাদিগকে উৎসর্গ করিতে পারেন, মোহম্মদের প্রদর্শিত বৈরাগ্য ও প্রেমের পথে চলিয়া, এক শান্তিপূর্ণ, অখণ্ড ভারত সৃষ্টির সহায়তা করিতে পারেন, তবেই তাঁহারা প্রকৃতরূপে হজরতের শিষ্য হইতে পারিবেন। অদ্যকার এ মিলন সার্থক হইবে।

পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

স্বয়ং 'আহমদীর' গ্রাহক হউন ও

গ্রাহক সংগ্রহ করুন!!

জগৎ আমাদের

কাদীয়ানে বিশ্ব-আহমদীয়া সম্মিলনী

কাদীয়ানের 'সালানা-জল্‌সা' বা বাৎসরিক ধর্ম্ম সম্মিলনী হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) সত্যতার অন্যতম জলন্ত নিদর্শন। হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) হস্তে প্রকাশিত শত সহস্র 'মোজেজা' বা অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে ইহাও একটি মোজেজা বিশেষ। বিগত ১৮৯১ সনে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) সর্ব্বপ্রথম এই সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করেন। সেই কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ৪৮ বৎসর ব্যাপিয়া প্রতি বৎসর বিনা-ব্যতিক্রমে এই সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া আসিতেছে এবং উত্তরোত্তর ইহাতে যোগদানকারী লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সম্মিলনীর সর্ব্বপ্রথম অধিবেশনে যোগদানকারী লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র প্রায় ৭০ জন। বিগত বৎসরের অধিবেশনে যোগদানকারী লোকের সংখ্যা হইয়াছে ত্রিশ হাজারেরও অধিক। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌! এ বৎসর খোদা চাহে-ত আরো অধিক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রতি বৎসর এই হাজার হাজার লোকের মেহমানদারীর যে সুবন্দোবস্ত করা হয় তাহাও একটি কম 'মোজেজা' নয়। এই সম্মিলনীতে যাহারা একবার যোগদান করিয়াছেন তাঁহারাই ইহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন। এই সম্মিলনী একটি মহা-মিলন-ক্ষেত্র। ইহাতে বিভিন্ন দেশবাসী, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন বর্ণের লোকগণ একত্রিত হইয়া প্রাণের আবেগে যখন একে অন্যকে আলিঙ্গন করে তখনকার সেই মিলন-দৃশ্য দেখিয়া কাহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া না উঠে। আল্লাহ্‌ তা'লা এই অনুষ্ঠানকে উত্তরোত্তর অধিকতর 'কামইয়াব' করুন এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতার উপর শান্তিও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন—আমীন।

নবী দিবস

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় খোদার ফজলে এবারকার নবীদিবসের সভা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিকতর সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌। নবনির্ম্মিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া টাউন ক্লাব হলে ১১ ই ডিসেম্বর, স্থানীয় অন্নদা হাই স্কুলের সুযোগ্য হেড্‌ মষ্টার বাবু শশাঙ্ক কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে, এই সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে। স্থানীয় হাকিম হুকামা, উকিল, মোক্তার, আম্‌লা এবং বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক সভায় যোগদান করিয়াছেন। মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদিম, বি-এ, বি-এল, মৌলবী মোহাম্মদ আউছাফ আলী উকিল, বাবু প্যারী মোহন দত্ত, মোক্তার, প্রমুখ সুবিজ্ঞ বক্তাগণ হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পবিত্র জীবন কাহিনী, তাঁহার পবিত্র জীবন কর্ম্ম ও ধর্ম্মের অপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্ব সমন্বয়, সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনে ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁহার আদর্শ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে অতি সারগর্ভে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ভ্রাতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত অতি মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন।

খাকছার—
মোহাম্মদ আউছাফ আলী, সেক্রেটারী তবলীগ,
আঞ্জোমানে আহমদীয়ায়, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

কলিকাতা আঞ্জুমন আহমদীয়ার খেলাফত জুবিলী-ফাণ্ডের প্রতিশ্রুতি

এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ভ্রাতৃগণ খেলাফত জুবিলী ফাণ্ডে তাঁহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন

১।	মিঞা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব [গ্লোব ন্যাশনাল ফ্যাক্টারী]	১০০৲
২।	সৈয়দ বদরউদ্দীন সাহেব	৫৲
৩।	সৈয়দ আবদুল্‌ শুকুর সাহেব	৫৲
৪।	মিঞা খলীল আহমদ সাহেব	১০০৲
	(এই চাঁদা আদায় হইয়াছে।)	
৫।	মোহাম্মদ আবদুর রহমান সাহেব	৫০৲
৫।	সৈয়দ হুমায়ুনজাহ্‌ সাহেব	৫০৲
৭।	আবুনজর মোহাম্মদ বাহাউল হক্‌ সাহেব	৫৲
৮।	মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব	৫০৲
৯।	মিঞা দোস্তমোহাম্মদ সাহেব	১০০৲
১০।	মোহাম্মদ বারারা সাহেব	৫৲

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী

১১।	হাজী মোহকামদীন সাহেব	১০৲
১২।	আবদুল আজিজ সাহেব	১২৲
১৩।	মিঞা দোস্ত মোহাম্মদ সাহেব	৫৲
১৪।	মিঞা নজর মোহাম্মদ সাহেব	৫৲
১৫।	মিঞা মোবারক আলী সাহেব	১০০৲
১৬।	বশীর আহম্মদ সিয়ালকুটী সাহেব	২০৲
১৭।	খাওরাজা শামছুদ্দীন সাহেব	৩০৲
১৮।	মৌলবী দওলত আহমদ খাঁ সাহেব	৬০৲
১৯।	আহমদ সাহেব	৩০৲
২০।	মৌলবী আসাদ উদ্দীন সাহেব	১৫৲
২১।	মুন্সী আবদুল হেকিম „	১০৲
২২।	বাবু মোহাম্মদ রফীক „ এবং বেগম মোহাম্মদ রফীক সাহেব	১০০৲
২৩।	মিঞা মোহাম্মদ সিদ্দিক } সাহেবান	১০০০৲
২৪।	মিঞা মোহাম্মদ ইউসুফ } [কন্টিনেন্ট্যাল মটর হাউস]	
২৫।	মিঞা মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেব [গ্লোব ন্যাসনাল ট্যানারী]	৫০৲
২৬।	মিঞা গোলজার আহমদ সাহেব ও বেগম গোলজার আহমদ সাহেবা	২৫৲
২৭।	মিঞা মোশ্‌তাক্‌ আহমদ সাহেব	২৫৲
২৮।	মিঞা মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব	৩০৲
২৯।	মুন্সী সামছুদ্দীন সাহেব	১০৲
৩০।	সৈয়দ আবদুল অদুদ সাহেব	১০৲
৩১।	মিঞা আতা এলাহি সাহেব [কাদিয়ানে বিগত বার্ষিক জলসার সময় তিনি এই চাঁদা আদায় করিয়া দিয়াছেন।]	২০৲
	মোট	১৯৯২৲
	বাদ উসুল	১২০৲
		১৮৭২৲

থাকছার—
দওলত আহমদ খাঁ খাদিম, সেক্রেটারী প্রচার বিভাগ,
কলিকাতা আঞ্জুমনে আহমদিয়া,
দারুৎ তবলিগ, ৬১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নফল রোজা

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানী (আইয়েদাহুল্লাহ-তা'লা-বেন্নসরেহিল-আজীজ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে আহ্‌মদীয়া জমাতভুক্ত বন্ধুগণ রমজান মোবারকের পর সাতটি রোজা করিবেন। প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার এই রোজা রাখিতে হইবে। এই রোজার হিসাব নিম্নরূপ ছিল :—

১ম রোজা	২৮শা	নবেম্বর	সোমবার
২য় রোজা	১লা	ডিসেম্বর	বৃহস্পতিবার
৩য় „	৫ই	ডিসেম্বর	সোমবার
৪র্থ „	৮ই	„	বৃহস্পতিবার
৫ম „	১২ই	„	সোমবার
৬ষ্ঠ „	১৫ই	„	বৃহস্পতিবার
৭ম „	১৯শা	„	সোমবার

যাঁহারা এই সংবাদ পরে পাইয়াছেন, এবং উপরোক্ত হিসাব মত রোজা রাখিতে পারেন নাই, তাঁহারা সংবাদ পাওয়ার পর হইতেই সোমবার বৃহস্পতিবার ৭টি রোজা রাখিবেন। বহির্দ্দেশীয় জমাত সমূহ ১৯৩৯ সনের জানুয়ারী মাসে এইরূপ রোজা রাখিবেন। কারণ, সেখানে সংবাদ বিলম্বে পৌঁছিবে।

সকলেই এই রোজা কালে বিশেষ ভাবে মনযোগ পূর্ব্বক সেলসেলার প্রাধান্য ও বিজয় লাভের জন্য দোয়ায় নিমগ্ন থাকিবেন। খোদা তৌফিক দিন।

জেনারেল সেক্রেটারী—বঃ, প্রাঃ আঃ, আঃ

রিভিউ অফ-রিলিজিয়ন্স মাসিক পত্রের জন্য দশ হাজার গ্রাহক সংগ্রহ

রিভিউ অফ্‌ রিলিজিয়ন্স হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ১৯০২ খৃঃ অব্দ হইতে নিয়মিত ভাবে ইংরাজী ও উর্দ্দুতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। উভয় পত্রিকাতেই পরস্পরের অনুবাদ ব্যতীত স্বাধীন মহা মূল্যবান প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়। হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) ইচ্ছা ছিল রিভিউ পত্রের গ্রাহক সংখ্যা ন্যূনকল্পে ১০ হাজারে পরিণত হয়।

বন্ধুগণ উভয় পত্রিকার জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করিবেন এবং স্বয়ং গ্রাহক হইবেন। বর্ত্তমানে এ বিষয়ে হজরত মৌলানা মীর ইসহাক সাহেব বিশেষ তাহরীক করিয়াছেন।

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন ... এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে :—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা,
(বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার
দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২৷৷০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ "	"	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ "	"	৩০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহমদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ২৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌঁছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১০ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 *as.*
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 *as.*
The Teachings of Islam	4 *as.*
Islam and its Comparison with other religions	12 *as.*
(Paper bound ...	8 *as.*)
The Imam of the Age ...	1 *a.*
Vindication of the Holy Prophet ...	2 *as*
The Future Religion of the World ...	2 *as.*
The Message from Heaven	1 *a.*
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহ্‌মদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহ্‌দীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৲১৫
তহকাক-উদ্দান ...	৲১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৲৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).